ॐ

শারদ উৎসব ১৪২৯

SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY

SHARAD UTSHAV 2022

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা

ওগো মা, আজি আমরা সবাই নেচে বেড়াই, হৃদয় খুলে আকাশ তলে,
মন্দিরের ঐ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই আলোর রথে, প্রতিজ্ঞার ঐ খড়্গ হাতে -
সকলকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- অমিতা মৃধা, চিনু মৃধা, দেবাশীষ মৃধা

Shiv Mandir-Temple of Joy

শিব মন্দির স্থাপিত ২০২১ সাল

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা

দেবাশীষ মৃধা, চিনু মৃধা ও

অমিতা মৃধা

Address:

31696 Ryan Rd, Warren, MI-48602

www.shivmandirmi.com

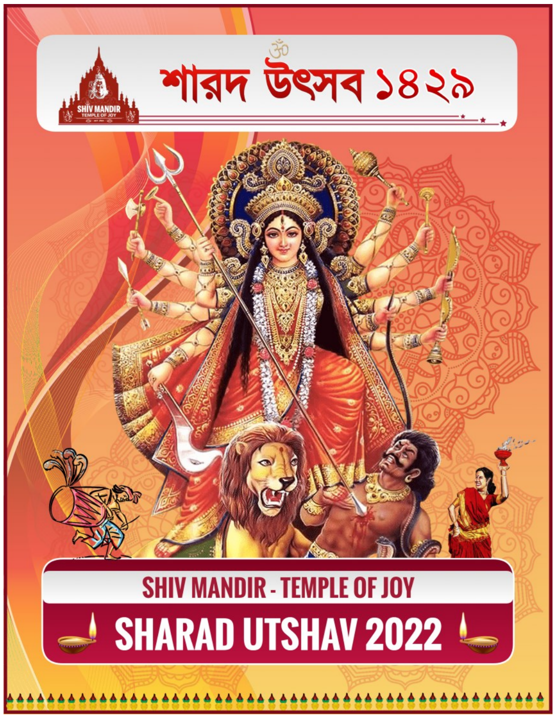

শারদ উৎসব ১৪২৯

দ্বিতীয় সংকলন । প্রকাশ কাল : ২০২২

সম্পাদনায়- শ্রী সৌরভ দত্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ- নুর চিশতি

গ্রাফিক্স ডিজাইন- নুর চিশতি, শ্রী রতন হাওলাদার

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ণে- শ্রীমতী চিনু মৃধা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং বিশেষ সহযোগিতায়ঃ-

সর্বশ্রী- পূর্নেন্দু চক্রবর্তী অপু, দেবাশীষ দাশ, রাখী রঞ্জন রায়, কমলেন্দু পাল, তপন শিকদার, হিমেল দাশ, অলক চৌধুরী, রাজর্ষি চৌধুরী গৌরব, সৌম্য চৌধুরী, অয়ন চক্রবর্তী, নীলিমা রায়, সুস্মিতা চৌধুরী, চিন্ময় আচার্য্য, অজিত দাস, প্রশান্ত দাস, শিল্পী পাল, হিরালাল কাপালি, তপন শিকদার, অন্তরা অন্তি, রাজশ্রী রায় চৌধুরী, চন্দনা ব্যানার্জী এবং মিশিগান সনাতন কমিউনিটির সকল ভক্ত বৃন্দ।

সম্পাদকীয়

" আসছে বছর আবার হবে " এই প্রত্যাশা মতো যেন খুব তাড়াতাড়িই বছর ঘুরে মায়ের আগমনে শরতের নীলাকাশ নীলাম্বরীর রূপ পায়, কাশবন আবার নির্মল সুবাতাসে দোল খায়, শেফালীর সুঘ্রাণে বিমোহিত হয় চারদিক, ঘাসবনে শিশিরবিন্দু পড়ে মুক্তোদানার মতো। আর এদিকে বছর পরিক্রমায় আমাদের শিব মন্দিরেরও হাঁটি হাঁটি পা করে প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলল। মনে পড়ে এখনো, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর,২০২১ সালে ঠিক যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের সবার স্বপ্ন পূরন করে দিলেন, ডাঃ দেবাশিষ মৃধা, চিনু মৃধা এবং অমিতা মৃধা। সেসময় মৃধা পরিবার সনাতন কমিউনিটিকে এক মহা আনন্দের সুসংবাদ দিলেন যে, ২ দিন আগেই ৩১৬৯৬ রায়ান রোড, ওয়ারেন সিটি তে মন্দির ক্লোজিং হয়েছে। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো এই যে, পূজোর তো আর মাত্র দিন পনেরো বাকী, এবার মায়ের প্রতিমা/বিগ্রহের কি হবে ? আর এটাও যেন মায়ের অপার করুণা এবং অলৌকিক লীলা, তখন তড়িঘড়ি করে আমাদের কয়েকজন ত্যাগী ভক্তবৃন্দ যোগাযোগ শুরু করলেন নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের সনাতন কমিউনিটির সঙ্গে। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে টরন্টো থেকেই যেন চিন্ময়ী মা আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন, তখন করোনার কারণে দুই দেশের বর্ডারে ভীষণ কড়াকড়ি, তারপরও আমাদের ত্যাগী স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন জটিলতা মোকাবেলা পূর্বক মায়ের প্রতিমা শিব মন্দিরে নিয়ে আসেন। আর এজন্যেই ২০২১ সালের পূজো এক ভিন্ন প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে চিরস্মরনীয় ও চির ভাস্বর হয়ে থাকলো। বলা বাহুল্য যে, খুব কম সময়ের মধ্যেই তখন এতোবড়ো পূজোর প্রস্তুতি হয়েছিলো। দুর্গা পূজোর পর শ্যামা কালী পূজোও সাড়ম্বরে পালিত হলো। বোধকরি তখন নভেম্বর মাস। শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ দেবাশিষ মৃধা প্রস্তাব করলেন যে, শুধুমাত্র আমাদের সংস্কৃতিরই অনুষ্ঠান কেন? আমরা যেহেতু এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহলে এদেশের সংস্কৃতিকেওতো আমাদের সমানভাবে শ্রদ্ধা জানানো উচিত, তাই খুব ঘটা করেই আমরা হ্যালোইন, ক্রিসমাস পার্টি সহ সব অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করেছিলাম, সাথে সাথে আমাদের ধর্মীয় এবং কৃষ্টির অন্যান্য উৎসব যেমন সরস্বতী পূজো, পৌষ পার্বন, বসন্ত উৎসব, বর্ষবরণ, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী সহ শ্রীনাম মহাযজ্ঞ এবং সাপ্তাহিক গীতা পাঠ তো আছেই। সে যাই হোক স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে হয়তো আরো অনেক কিছুই মনে পড়বে, তাই আপাতঃত এখানেই নিজেকে বিরত রাখলাম। তবে একটা কথা অনস্বীকার্য যে, শিব মন্দিরের অগণিত ভক্তবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবী বৃন্দ এবং কলা কুশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ভালোবাসার দ্বারাই এই কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে। দার্শনিক ডাঃ মৃধা যেমন বলেন, এটা হলো আনন্দ আশ্রম, প্রথমতো আনন্দ নিয়ে আসতে হয় তারপর আনন্দ লাভ করতে হয়, সুতরাং তাঁর অনুপ্রেরণা এবং দার্শনিক তত্ত্ব দিয়েই বলবো যে, আনন্দ আশ্রমে সবাই আনন্দ নিয়ে এবং তাঁদের ভালোবাসা দিয়েই শ্রম দেন এবং সব অনুষ্ঠানকে যথার্থভাবে সার্থক করে তুলেন। আর তাইতো এবারো ভীষণ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শারদোৎসব এবং শিব মন্দিরের বর্ষপূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বলার অপেক্ষা থাকেনা যে, যদিও এখন অনলাইন পোর্টাল এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা কম বেশী আসক্ত, কিন্তু তারপরও চিরাচরিতভাবেই বাঙালীরা সাহিত্যমোদী। হাতে টাটকা গরম চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে সেই সাথে খস খস করা নিউজ পেপার কিংবা ম্যাগাজিনে চোখ দুটো আটকে রেখে সাহিত্যরসে বুঁদ হয়ে যাওয়া যেন এখনো চরম তৃপ্তিদায়ক বৈকি। আর সেজন্য আমরাও যৎসামান্য চেষ্টা করে থাকি হাজারো ব্যস্ততার মাঝে, প্রতি বছর এই শারদ সংকলনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে। এবারের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে দেশ বিদেশের অনেক সাহিত্যের দিকপাল তাঁদের লেখা দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং অনেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তাদের সীমাহীন উদারতা ও মহানুবভতা প্রদর্শনপূর্বক সুপরামর্শ এবং বিজ্ঞাপণ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। শিব মন্দিরের ত্যাগী স্বেচ্ছাসেবী এবং ভক্তবৃন্দ যারা আসন্ন দুর্গা পূজা ও বর্ষপূর্তিকে সফল করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। পূজোর প্রাক্কালে শুধু সংকলণই নয় প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীদেরকেই সামগ্রিক বিষয় অর্থাৎ মাল্টিপারপাস কন্সেন্ট্রেশনে উদ্যোগী হতে হয়, তাই অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্রুটী থেকে যেতে পারে, সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা মনেকরি আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং হিতৈষী হিসেবে সবসময় পাশে থাকাটাই আমাদের যাবতীয় অনুপ্রেরণা। আপনাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা না থাকলে পুরো সংকলন কেন একটা শব্দও আজ জীবন্ত হয়ে উঠতো না। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন লেখায় যাবতীয় কন্টেন্ট শুধুমাত্র লেখকেরই ব্যক্তিগত মতামত, এর জন্য প্রকাশনা দায়ী নয়, তাছাড়া ফোন ডাইরীতে অনেকেরই নাম্বার বদল হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে, অথবা ইংলিশ ভাষায় আমরা, সবার নামের যে স্পেলিং বসিয়েছি সেগুলো হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়, তাই সেই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটীও মার্জনীয়। পরিশেষে দুর্গতিনাশিনী মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই, মা যেন, জগতের দুঃখ, কষ্ট, আর জরা জীর্ণতা দূর করে এই বিশ্বব্রমান্ডকে শুধু আনন্দময় করে তুলেন। আনন্দময়ীর আগমনে সবাই আনন্দে থাকুন এবং সবাইকে আনন্দে রাখুন। আনন্দ আশ্রমের সব উৎসবে সবাই আনন্দ নিয়ে আসুন। শুভ শারদীয়া।

বিঃ দ্রঃ- এবারের পূজোতে মায়ের ভোগ, ফুল, ফল, মহাপ্রসাদ সহ বিভিন্ন আইটেম স্পন্সর করে যারা এই মহাযজ্ঞকে সফল করছেন, তাঁদের সবার প্রতি রইলো আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। তাছাড়া স্পন্সরদেরকে উৎসাহী করতে, শিব মন্দিরের পক্ষ থেকে যারা নিরলস শ্রম দিয়েছেন এবং ডেকোরেশন, প্রসাদম, শপিং, বিল্ডিং ম্যান্টেইনেন্স বিভাগ সহ বিভিন্ন কর্ম প্রক্রিয়ায় জড়িত সেইসব ত্যাগী সংগঠকদেরকেও আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়া শিব মন্দিরকে আরো সুদৃশ্য এবং সুন্দর করতে মৃধা পরিবার ইতিমধ্যেই দুটো বিল্ডিং এর সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই আমাদের পার্কিং লটে ভারত থেকে আনা মহাদেবের অনেকগুলো সুউচ্চ মারবেল পাথরের মূর্তি সহ অন্যান্য ভাস্কর্য্য প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব মহাযজ্ঞে যারা নিরন্তর শ্রম দিচ্ছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। পরিশেষে শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সবাইকে। জয় মা মহামায়ার জয়। জগজ্জননী মা সবার মঙ্গল করুণ।

বাঙালীর শারদোৎসব এবং তাঁর সামাজিক গুরুত্ব

সৌরভ দত্ত চৌধুরী

সুন্দর এ মর্ত্যধামে চারদিকের কাশবনে ফুটে উঠেছে ধবধবে কাশফুল। গাছের নীচে ছড়িয়ে থাকা শিশির ভেজা মুক্তো দানার মতো শিউলি বার্তা দিচ্ছে, এসেছে শরৎ। প্রকৃতির লীলাভুমিতে সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালী কৃষ্টিতে এক অপূর্ব শিহরন। পুজোর ঢাকের আওয়াজ এবং শাঁখ-কাঁসর ঘণ্টার শব্দের প্রতিধ্বনিতে আন্দোলিত মনপ্রাণ শুধুই যেন উৎসব মুখর। কেননা বাঙালিরাতো চিরকালই উৎসবপ্রেমী জাতি। লোকমুখে প্রচলিত ''বাংলার মানুষের বারো মাসে তেরো পার্বণ'' এ কথাটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। বলতে গেলে সারা বছর জুড়েই বাঙালির জীবন নানা প্রকার উৎসবের আলোয় মুখরিত হয়ে থাকে। তবে এত সব উৎসবের মধ্যেও যেটি বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং অন্তরের উৎসব তথা বাঙালি জাতির সার্বজনীন অনুষ্ঠান, তা হল শরৎকালের দুর্গোৎসব। আর তাই সমগ্র বিশ্বে এটা পেয়েছে বিরল সন্মান, যা আমাদের সনাতন ধর্ম তথা আপামোর বাঙ্গালীর কাছে ভীষণ গর্বের তো বটেই সর্বপোরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতেও আত্মমর্যাদের সাথে এটি প্রতিষ্ঠিত হলো। আমরা সবাই জানি গত বছরই ইউনেস্কো শারদোৎসবকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো কার্নিভ্যাল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। আর এজন্য গত আগস্ট মাসেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বলা যায় বাঙালি জাতির সমগ্র প্রাণ এই পূজার মধ্যে নিহিত থাকে। বর্ষার কালো মেঘ সরিয়ে শরতের রোদ্দুর উকি দিলেই বাঙালির মন হিসেব কষতে শুরু করে দেয় মা দুর্গার আগমনের আর কতদিন বাকি। আশ্বিনের শারদপ্রাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের স্বাদাস্বেষণ করতে অনেক আগে থেকেই উন্মুখ হয়ে উঠেছে বাঙালির আট থেকে আশি। মহালয়ার পুন্যলগ্নে অবসান ঘটবে পিতৃপক্ষের, সেইসঙ্গেই সূচনা হবে মাতৃপক্ষের। বছর ঘুরে উমাদেবী আসবেন তার বাপেরবাড়ি। কৈলাশ থেকে উমা ঘরে আসবেন লক্ষ্মী, গনেশ, কার্তিক, সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে। আর তাই প্রতিদিনকার পরিচিত গতানুগতিক জীবনে ব্যাস্ত বাঙালি গোটা একটা বছর শত উৎসবের মধ্যেও অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে এই মহোৎসবের জন্য। শারদোৎসবে শৈশব, কৈশোরের স্মৃতি যেন অনেক মিষ্টি মধুর ঘটনার টুকরো টুকরো গল্প, চোখ বুঝলেই তা যেন জীবন্ত হয়ে উঠে। আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী পূজো মন্ডপ, দুর্গা বাড়ী এবং সুহৃদ সংঘ। সকালে কাঁচা ঘুম থেকে উঠেই শিউলী ফুল কুঁড়োতে যেতাম, শেফালীর সুঘ্রাণে বিমোহিত হতো চারদিক। শিশির ভেজা ঘাসে ঝরে পড়া ফুলগুলো দূর থেকে দেখতে যেমন ফালি ফালি মুক্তোদানার মতো মনে হতো। তারপরই আমাদের গন্তব্য স্থল ছিলো মন্ডপে প্রতিমা শিল্পীর নৈপুণ্য দেখা। প্রতিমা বানানো হচ্ছে। মাটি, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দশহাতের দুর্গা চোখের সামনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠত। একদিন দেখতাম পায়ের নীচে মহিষাসুর, যাকে বধ করা হয়েছে। আছে আমার প্রিয় সরস্বতী। যার বাহন রাজহাঁস। আছে লক্ষ্মী। যার বাহন পেঁচা। আছে গনেশ। যার বাহন ইঁদুর। আছে কার্তিক। যার বাহন ময়ূর। আছে সিংহ। স্বয়ং দেবীর বাহন। ছোটবেলায় এসব কিছুই সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হতে দেখেছি। আজও ভুলিনি এই হয়ে ওঠার ছবি। একদিন রঙ লাগানোর পালা। খুব মনে পড়ে প্রতিমার গায়ে যখন রঙ লাগানো হতো, যখন নানা গয়নায় ভরিয়ে তোলা হতো তখন যে আশ্চর্য সুন্দর এক অপরূপ চেহারা ভেসে উঠতো সেটা দেখার জন্য আমরা একটানা দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে হতো এমনভাবে দেবী-মাকে সাজানো দেখা আরেক উৎসব। মৃৎ শিল্পীরা চক্ষু দানে ত্রিনয়ন আঁকতেন। কি অপূর্ব করে টানা হচ্ছে বড় বড় চোখ। মনে হতো অমন সুন্দর চোখ দিয়ে দেবী আমাদের দেখছেন। শিউলি ফোটার দিনে দেবীর চোখ থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। দেখতাম হাতে পরানো হচ্ছে শাখা, মাথায় মুকুট দেয়া হচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর। সঙ্গে একটি টিকলি। প্রতিমা বানানোর শিল্পীরা যে এমন সুন্দর করে বানাতে পারেন তা আমাদের মুগ্ধতায় আটকে থাকত। একদিন শেষ হয়ে যায় প্রতিমা তৈরির কাজ। এবং ঘুম ভাঙে একদিন ঢাকের শব্দে। বুঝে যাই সেদিন ষষ্ঠি। দেবীর বোধন। স্কুল বন্ধ। আমরা ছোটরা, একদল ছেলেমেয়ে, যাদের কোন ধর্ম ছিলনা যাদের কাছে উৎসবটা প্রধান ছিল, সামাজিক মেলামেশাটা প্রধান ছিল এবং পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ পাওয়ার লোভাতুর দৃষ্টি ছিল। এ উৎসব সবচেয়ে মানবিক উৎসব যাকে ঘিরে ধর্ম, বর্ণ, জাতি একাকার হয়ে যায় মহামিলনের মেলবন্ধনে। পূজোর আড্ডায়তো অহিন্দু বন্ধুরাই পাশে থাকতো সবসময়। যেহেতু আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, ধর্মের উর্ধেই মানুষের মিলনের বার্তা। বলতে গেলে শরতের সবকটা দিনেই প্রস্তুতি থেকে শুরু করে দুর্গা, লক্ষী, কালী পূজো পর্যন্ত আনন্দ এবং উপভোগের বন্যায় আমরা ভাসতাম সবাই। আর তাই পূজো সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে যেন আজো সেই মিষ্টি স্মৃতিগুলোর কথাই বেশী মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শরৎকালে এই উৎসব হয় বলে এটি শারদোৎসব নামেও পরিচিত। ধনী গরীব,নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের এমন সার্বজনীন ভাবটি অন্য আর কোনো উৎসবে সেভাবে দেখা যায়না। সমগ্র দেশ তথা পৃথিবীর কাছে বাঙালি জাতির এই দুর্গাপূজার রূপ অভাবনীয় এবং অভিনব।''বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ''। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালির 'দুর্গোৎসব'। কাশ বনের দোলায় দেবীপক্ষের সূচনা বাঙালির মনকে আলোড়িত করে। বাঙালির দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। শরৎ এর মেঘ আর শিউলির গন্ধ দশভুজার আগমনকে উন্মুক্ত চিত্তে স্বাগত জানায়। বাঙালির জীবনে দুর্গোৎসবের এই আনন্দ যেন অপরিসীম।

এই দুর্গোৎসবের পটভূমি অপূর্ব সুন্দর। ঘননীলমেঘশ্যামা বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর বৃষ্টি ধোয়া নীলাকাশ সোনালি রোদ্দুরের আলপনায় সেজে উঠতে থাকে। শিশির ভেজা দূর্বা ঘাসে ঝরে পড়া মুঠো মুঠো শিউলি ফুলের মাতাল করা গন্ধে মেতে ওঠে মন প্রাণ। শরতের তুলোর মতো সাদা কাশফুলে ভরে হয়ে ওঠে বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী প্রান্তর।

দুর্গা মায়ের আগমনের বাণী ঘোষণা করেই যেনো প্রকৃতি সেজে ওঠে এক অভিনব সজ্জায়। কোন এক প্রাচীন যুগে হয়ত এমনই মনোরম পরিবেশে সকল বিপত্তির অবসানের উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবী দুর্গার অকালবোধনের আয়োজন করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। বাঙালি প্রতি শরৎ ঋতুতে মা দুর্গার বোধন করে সেই ঐতিহ্যকে আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। সমগ্র উপমহাদেশজুড়ে প্রচলিত হলেও বাঙালির কাছে দুর্গাপূজার

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক গুরুত্ব অনেকটাই আলাদা। শাস্ত্রীয় দুর্গাপূজা বাঙালির কাছে প্রাণের প্রিয় শারদ উৎসব। সাধারণতঃ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে বাঙালির এই উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত দেবীর আরাধনা চলে।

এই পাঁচ দিন দুর্গা ষষ্ঠী নামে পরিচিত। এই সংশ্লিষ্ট পক্ষটির অপর নাম হল দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষের অবসানে অমাবস্যায় মহালয়ার মধ্যে দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ঘটে। মহালয়ার এই পবিত্র দিনটিতে মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি কোজাগরী পূর্ণিমার পূণ্য চন্দ্রের পবিত্র আলোকে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে। বিশ্বজুড়ে সকল বাঙ্গালীদের কাছে এই শারোদৎসব অত্যন্ত কাছের। বাঙালিরা যে যেখানেই থাকুক না কেন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরেও বসবাসকারী প্রবাসী বাঙ্গালীদের আয়োজিত দুর্গাপূজাগুলি বিশ্বজুড়ে আলোচনার শীর্ষে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে। মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, জর্জিয়া কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েল, অটোয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা,এশিয়া, ইউরোপ সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোথায় নেই পূজোর প্রস্তুতি ? নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই বলতে পারি, ৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউ,এস,এ তে পাড়ি জমিয়েছিলাম, তখন এই মিশিগান রাজ্যে মাত্র দুটো পূজো দেখেছিলাম। কিন্তু আজ ২৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই ৬ টা পূজো, একটু দূরে গেলে তো আরো বেড়ে যায় মন্ডপের সংখ্যা, যেমন বিচিত্রা ইনক, বিচিত্রা অরগ, স্বজন, পাশাপাশি এলাকাতেই সব পূজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোটকথা বাঙ্গালীয়ানা মানেই শারদোৎসব। সেপ্টেম্বর থেকে দুর্গা পূজার প্রস্তুতি এবং নভেম্বরে দীপাবলী সহ শ্যামাপূজাতে এই ৪ মাসের আনন্দ, ব্যস্ততা, একে অপরকে খুনসুটি, ভীষণ মিষ্টি মধুর সম্পর্কের একটা সুন্দর বাঁধন গড়ে উঠে এই মহোৎসব কে ঘিরে। সে যাই হোক এবার মূল প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। দেবীপক্ষের পুণ্য তিথিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- এই তিনদিন মহা সাড়ম্বরে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে থাকেন। তবে সর্বাগ্রে মহাষষ্ঠীর দিন পৌরাণিক রীতি মেনে দেবী দুর্গার বোধন হয়।

এ কেবল দেবী দুর্গার একার পূজা নয়। দেবীদুর্গার পূজা উপলক্ষে আরও অনেক দেব-দেবীর পূজা করা হয়। সব নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গা বিরাজ করেন এমন বিশ্বাসের কারণে মহা অষ্টমীর দিন কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিস্থলে আয়োজিত হয় সন্ধিপূজা। সবশেষে আসে দশমীর দিনের পূজার লগ্ন। এটি সুপরিচিত বিজয় দশমী নামে। এই উৎসব শুধু পুজোতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্প্রতি সার্বজনীন পূজা গুলির মধ্যে শুরু হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা। অনেক জায়গায় আয়োজন হয়ে থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা বা মন্ডপের প্রতিযোগিতা, যদিও আমাদের নর্থ আমেরিকা, ইউকে, বা প্রবাসে এটা নেই, কিন্তু ভারত, বাংলাদেশে শারদ সন্মান এর প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাইতো সব মিলিয়ে নানান রকমের বিশাল প্যান্ডেল, থিম, আকর্ষণীয় লাইট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে পুজোর এই কয়েকটা দিন বাঙালির হৃদয় ও মনকে এক পরিছন্ন আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে। উৎসবের দুটি দিক; একটি ব্যাক্তির, আর অন্যটি হল সমষ্টির।

দুর্গা পুজোয় মূলত আমাদের সার্বিকভাবে চোখে পড়ে সমষ্টির সমাবেশ। কিন্তু ব্যাক্তি মানুষ সাড়া না দিলে সমষ্টির উৎসব ম্লান হয়ে যায়। তাই ব্যক্তির গুরুত্ব এখানে সর্বাধিক। ব্যাক্তিগত জীবনে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ শিখ, কেউ বা ধর্মে বিশ্বাসী নয়; আবার কেউ ধনী, কেউ বা দরিদ্র- এই সকল প্রকার ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে সবাই মিলেমিশে পরম আনন্দে আমরা এই উৎসবে মেতে উঠি। এটা যেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক মহামিলনের কেন্দ্রস্থল। অনেকসময় পূজোর স্বাত্তিকতার চাইতেও মানুষের ভাবাবেগের প্রাচুর্য্যতা যেন গুরুত্ব পায় আরো বেশী।

প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ বাহ্যিকভাবে দেখতে গেলে বড়ই ক্ষীণ। বরং এর সঙ্গে মিশে আছে নিখাদ আনন্দ এবং ভালোবাসার উদ্ভাস। তাই জাত-পাত, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সবাই এতে বাঁধা পড়ে প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে। আর এখানেই বাঙালির দুর্গাপূজার সার্থকতা।

শারদীয় শুভেচ্ছা

মিশিগানে বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয়-বিক্রয় এবং বিনিয়োগের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি

Kapil Roy

Realtor

586 899 9596

BROOKSTONE
REALTORS

kapilroy086@gmail.com

42140 Van Dyke, Suite 210, Sterling Height, MI 48314

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল মার্কেট
নিত্য দিনের সদাই–এর জন্য আমাদের কাছে আসুন
Desi
Fruit & Vegetable Market
SHOP NOW
We Accept
EBT CARD
MasterCard
AMERICAN EXPRESS
VISA
DISCOVER
দেশী
একটি
বাংলাদেশী
প্রতিষ্ঠান
586-806-6303
4680 East Nine Mile Road,
Warren, MI, 48091

DESI HALL
4658 E. Nine Mile Rd,
Warren, Mi, 48091
FAMILY GATHERINGS
Book Now For:
- Birthday Celebration
- Engagement Party
- Wedding Celebration
- Other Functions
Book With Us To Create Some Exquisite
Memories With Our Party Hall
For Reservation Call: 586-275-4255
Or : Desihallwarren@gmail.com

ROSH রস
SWEETS & BAKERY
Mishti Doi
RS-12
ROSH CHOMCHOM
GOLAP JAM
KALOJAM
COMING SOON!!!
INSIDE DESI BAZAR
4680 E. NINE MILE RD
WARREN, MI

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেছা ও অভিনন্দন,

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

বাজলো তোমার আলোর বেনু-দুর্গা পূজায় সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন

হিরালাল, প্রতিভা, প্রণয়ী, সায়ক, হরিৎ কপালী এর পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার বিশেষ শুভেচ্ছা।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, শুভেচ্ছান্তে -

Ashutosh, Abinash, Amulya, Mridul, Mrinal, Biplob Chowdhury

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

বাজলো তোমার আলোর বেনু-দুর্গা পূজায় সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন

- Sujan Biswas, Kaberi chanda, Sara Biswas & Kayra Biswas

শুভ শারদীয়া,

সঞ্জয় শীল, পপি সেন, সুপ্তি এবং প্রয়াগ এর পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার বিশেষ শুভেচ্ছা।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,

NYX LLC

NYX wishes you
Happy Durga Puja, Dussehra and Deepawali!

NYX serving and supporting
Bengali Community
for the last 31 years.

NOW HIRING!

SHIFT PREMIUMS :
2nd Shift +$.50
3rd Shift +$1.25

FREE SHUTTLE
SERVICE

CALL/TEXT
734-293-3350

EMAIL YOUR RESUME TO
HARMINDER.NAGRA@NYXINC.COM

ডা: হুসেইন প্রতি মংগলবার ১০-৫টা
এবং বৃহস্পতিবার ৩-৫টা ওয়ারেন
ক্লিনিকে রোগী দেখবেন।
নাম লেখানোর জন্য ফোন করুন
586-578-9345

29230 Ryan Road, Warren,
MI, United States, 48092
Phone: (586) 578-9345
9632 Conant St, Hamtramck, MI 48212
Phone: (313) 871-1912

Resmi Bhashiam
N.P.

Mohammad M. Hussain
M.D.

Gargi Patel
N.P.

WISH EVERYONE A VERY FESTIVE DURGA PUJA.

HUSSAIN & COMPANY CPA PC

JAKIR HUSSAIN, CPA

248.424.7417 • 248.424.7418

25900 Greenfield Rd. Ste 203,
Crown Pointe Plaza, Oak Park, MI 48237-1292

jhussain@hussainandcompany.com www.hussainandcompany.com

Jakir Hussain CPA

29200 Southfield Rd., Suite 108

Southfield, MI 48076

Phone: 248-424-7417

Fax: 248-424-7418

Email:jhussain@hussainandcompany.com

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

আপনার স্বপ্নের বাড়ী
ক্রয়-বিক্রয় ও বাড়ী ভাড়ার জন্য
একজন নির্ভরযোগ্য এজেন্ট।
BUY
SELL
INVEST
HIMEL DAS
REAL ESTATE AGENT
21 UNITED REALTY
347.484.4902
realtor.himel@gmail.com

HEALTH MART
WARREN PHARMACY
YOUR OWN PHARMACY FOR HEALTH CARE NEEDS
Refill reminder and free delivery
Free health screening
Free prescription review for drug interaction
Specialized in non-sterile compounding
All insurance accepted
Discounts for senior citizens
Prescription ready in 10 minutes
Over 400 prescriptions are only $5/month for un-insured & cash patients
Offering Lowest Prices in the Area!
We are located at Kings Plaza (IONA)
28792 RYAN ROAD, WARREN, MI 48092
PHONE: (586) 510-4252
FAX: (586) 510-4166

RYAN DENTAL GROUP
Family & Cosmetic Dentistry for Adults & Children
DR. ARPIT MODY, D.D.S.
586.755.4770
WWW.RYANDENTALGROUP.COM
Evening & Weekend Appointments Available
Same Day Emergency Appointments
Most Insurance Plans & Care Credit Accepted!
26620 Ryan Road
Warren, MI 48091
11 Mile Rd.
Ryan Rd.
VISA
MasterCard
AMERICAN EXPRESS
DISCOVER
FREE CLEANING
(Basic)
with Dental Exam & X-Rays at $49
X-rays are non-transferable. New patients only. Cannot be used with other coupons.
COSMETIC BONDING OF TOOTH
Starting at $90
TOOTH EXTRACTION
Starting at $55
CROWNS
Starting at $399
Cannot be used with other coupons. Some restrictions apply. Must present coupon.
COMPLETE OR PARTIAL DENTURE
Upper or Lower
Starting at
$445
New patients only. Cannot be used with other coupons.

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,
শুভেচ্ছান্তে - রাখী, নীলিমা, রাজন, রিয়া এবং রক্তিম রায়।

Sharod Shuveccha Avinonondon

Gokul Talukdar,
Madhabi Das,
Debraj Talukdar,
Aradhya Talukdar

HALAL

حلال

Bismillah
KABOB N CURRY CAFE

4214 E. 10 MILE RD. WARREN, MI 48091
TEL: 586-427-0018, 586-248-1928, 586-486-4915

WEEKEND SPECIAL BIRYANI $13
FRESH JILABI FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY
BUFFET MON TO FRI 12- 4PM

Loyalty Reward for our Valued Customers

২ বার টাকা পাঠালে ১ বার ফ্রী !

1 Transfer | 2 Transfer | Every FREE 3rd Transfer *

স্পটকেশ "মুহূর্তে, নির্দিষ্ট ব্যাংকের যে কোন শাখায় আপনার প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটায়"

ব্যাংক ডিপজিট "বাংলাদেশের সর্বত্র, সকল ব্যাংকের যেকোন শাখায় আপনার কষ্টার্জিত অর্থ জমা করা হয় ২৪-৭২ ঘন্টায়"

Win A $50 Giftcard**

কেন কুইকসেন্ড ?

- ফ্রী মানি ট্রান্সফার
- ফ্রী ফোন কার্ড
- ফ্রী ফ্লেক্সিলোড
- ফ্রী মেট্রো পিসিএস বিল পে
- ফ্রী জিতে নিন ৫০ ডঃ গিফট কার্ড
- ফ্রী ফেক্স

quiXend কুইকসেন্ড MONEY TRANSFER
Fast, Affordable & Secure Transfer (FAST)

Web: Quixend.com **313-892-SEND(7363)** Email: Info@Quixend.com
11921 Conant st Ste B, Hamtramck, MI 48212

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

মাগো তোমার চরণ স্পর্শে কেটে যাক সকল দু:খ শোক

তোমার মঙ্গল আলোকে চারিদিকে আলোকিত হোক

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা

চিন্ময় আচার্য্য, গৌরি আচার্য্য বেবী,

তন্ময় আচার্য্য অন্তু, তীর্থ আচার্য্য তুর্য

'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'

জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল সুপ্রভাত মিশিগান

পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে

শারদীয় শুভেচ্ছা

চিন্ময় আচার্য্য

সম্পাদক ও প্রকাশক

সুপ্রভাত মিশিগান

২২০২১, মেমপিস এভিনিউ

WISH EVERYONE A VERY FESTIVE DURGA PUJA.

Hamtramck General Medical Practice PLLC.

Motahar H. Ahmed M.D. PhD.

2627 Holbrook Ave
Hamtramck, MI 48212
(Between Joseph campau & Brombach)
Tel: (313) 308-2501 Fax: 586-393-5923

Mon-Thur 10 am - 2 pm
Friday: Closed, Sat & Sun: 10am - 12pm

DELTA PRIMARY

URGENT CARE

Motahar H. Ahmed M.D. PhD.

27122 Dequindre Rd. Warren, MI 48092
(Between 11 & 12 Mile Rd.)
Hours: 3:00 pm - 8:00 pm **Open 7 Days**
Tel: 586-393-5922 Fax: 586-393-5923

CITY OF HAMTRAMCK, WAYNE CO. MICHIGAN

Mohammed Hassan
Mayor Pro Tem

City of Hamtramck
"The world in 2.1 square miles"

3401 Evaline Street
Hamtramck, MI 48212
Phone: 586.424.3055
www.hamtramck.us
mhassan@hamtramckcity.com

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

শুভ শারদীয়া,

টিটু, রুপা, ত্রয়ী এবং তুষ্টি দত্ত এর পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার বিশেষ শুভেচ্ছা।

পূজায় সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন

- Babul Chandra Paul & Bina Paul Family

ASIAN BAZAAR
FRESH PRODUCE - GROCERY - HALAL MEATS - HOUSEHOLD ITEMS
MONEY TRANSFER - FAX - COPIES - KEYS
حلال
HALAL
Bridge Card
0000 0000 0000 0000
ASIAN BAZAAR CUSTOMERS
EBT ACCEPTED HERE
WE ACCEPT BRIDGE CARD
& MAJOR CREDIT CARDS
MasterCard
VISA
DISCOVER
29210 Ryan Rd. - Warren, MI 48092 (North of 12 Mile Rd.)
(586)619-9175.(313)415-8552).(313)415-8551.

MARHABA BAZAR
Halal Meat, Fresh & Frozen Fish, Fresh Vegetables,
Spices and Full Line of Groceries
12151 Conant Ave. Hamtramck, MI 48212
Tel: 313-369-8888 Fax: 313-369-8885
We are open 10am-10pm/7days

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, শুভেচ্ছান্তে -

Mridul Ghosh & Mukta Das

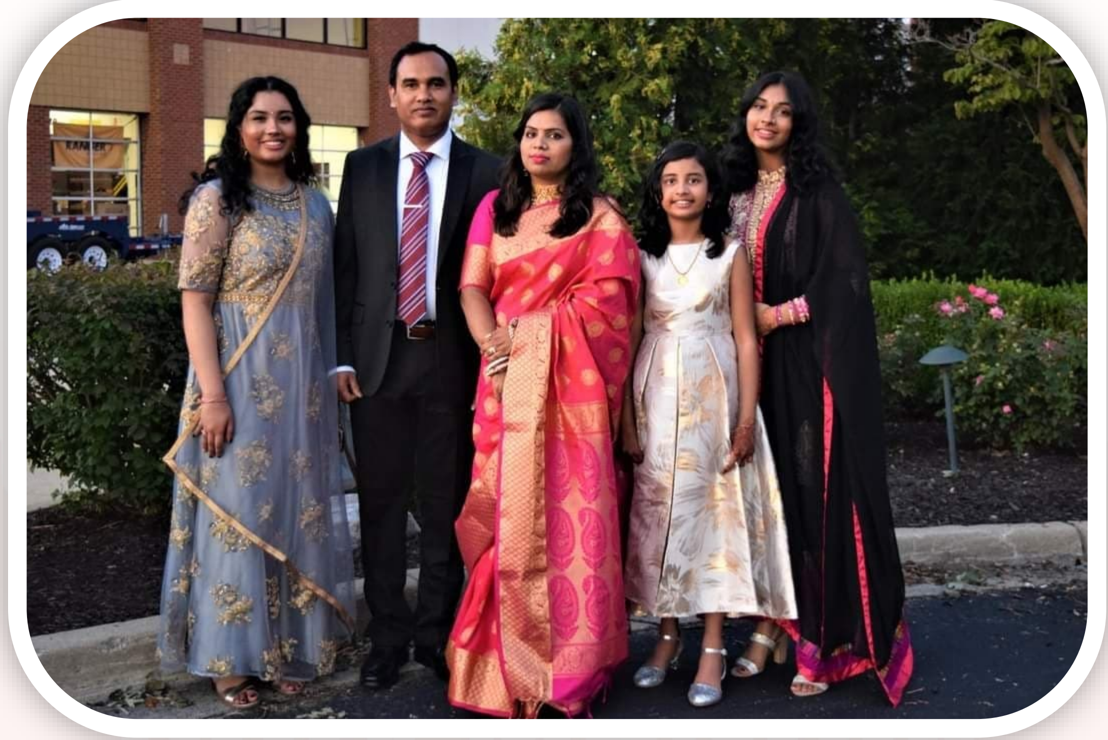

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, শুভেচ্ছান্তে -

Ratan Howlader, Happy Howlader, Sneha Howlader, Shruti Howlader, Shraddha Howlader

MANC Michigan Advanced Neurology Center

We are dedicated to providing you the most advanced treatments available for neurological disorders.

Our object is your health and our aim is providing you the best services in Diagnosis and Treatment of all Neurological Diseases. We often arrange patient programs for MS, Alzheimer's, Parkinson Disease, Stroke and Headache and Migraine.

The clinic is directed by renowned physician DEBASISH MRIDHA M.D. He is board certified in Neurology and sleep medicine. Dr. Mridha not only is a physician but also a philosopher, writer and philanthropist.

4705 Towne Centre Rd, Ste. 201, Saginaw, MI 48604
(989) 799 2770
manc@drmridha.com

Our Services

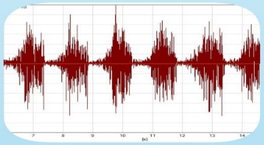

EMG

EEG

CAROTID DOPPLER

BOTOX

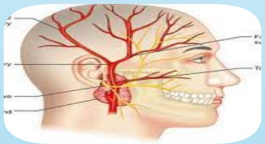

TEMPORAL DOPPLER

We are experienced in treating

Stroke | Multiple Sclerosis | Epilepsy | Alzheimer's Disease | Sleep Disorder | Forgetfulness | Brain Tumor | Migraine | Parkinson's Disease | Back & Neck Pain | Head Injuries | Neurorehabilitation and Balance Disorders

www.drmridha.com

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

শারদীয় দুর্গোৎসব এ অসাধারণ স্টেইজ ব্যাকড্রপ ডিজাইনিং এর জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই - অলোক চৌধুরী ও তাঁর পরিবার কে।

TEMPLE OF JOY
EST. 2021

Welcome New Comers

Name: Anusree Debnath

Parents: Anukul & Pritha Deb

DOB: April 26,2022

Macomb Hospital, Warren

Name: Trishaan Vinayak Biswas

Parents: Shoumitro Biswas & Tanusree Sikder

DOB: October 02, 2021

Beaumont, Royal Oak, MI

Name: Aayan Deb

Parents: Mili Datta & Sandeep Deb

DOB: June 16th, 2022

Name: Drishan Bhattacharjee (Prith)

Parents: Arunima Dey (Purba) & Debarshi Bhattacharjee (Arjun)

DOB: October 26th, 2021

New Graduates

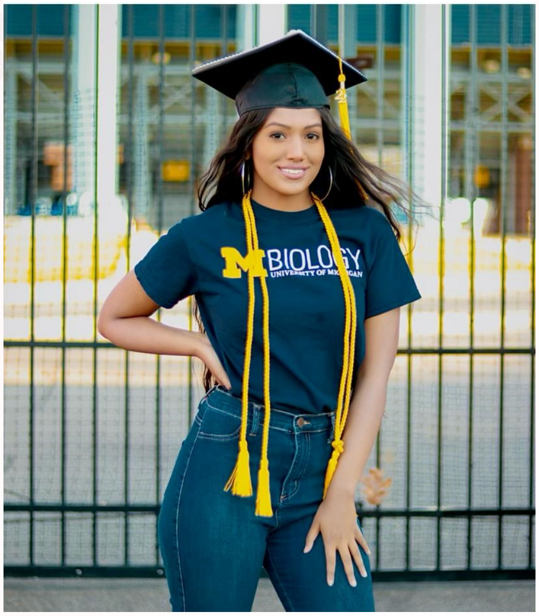

Mumu Chakroborty

Parents: Subhash and Alpona Chakroborty

Graduated From University of Michigan , Ann Arbor

Sumit Das

Parents: Sushil Das & Jona Das

Graduated From University of Michigan , Ann Arbor

Pronoye Kapali

Graduated from Oakland Community College

Parents: Protiva and Hiralal Kapali

Amita Mridha

Parents: Debasish & Chinu Mridha

Graduated from Heritage High School, Saginaw, MI

Going to Michigan State University, Major in Neuroscience, Pre-med with a Minor in Creative Writing

New Graduates

Roktim Roy

Parents: Rakhi R Roy and Nilima Roy

Graduated from Cass Tech High School

Going to Wayne State University

Nitu Ranjan Roy

Parents: Rakhi R Roy and Nilima Roy

Graduated from Wayne State University

Bachelor's in Computer Science

JOMIR GROCERY
MOHAMMED HASHIM, MANAGER
Cell: 313 412-0486
HALAL MEAT, FROZEN FISH
EVERYDAY GROCERIES
12040 Joseph Campau Ave
Hamtramck, MI 48212
WIC
PH.(313) 366-2703
OPEN AT 10AM To 12AM
WE ACCEPT FOOD STAMPS (EBT) AND WIC
HALAL
JOMIR
SUPER MARKET
4011 E. Nine Mile Rd.
Warren, MI 48091
PH.(586) 755-3600
জমির সুপার মার্কেট
শাকসবজি, হালাল মাংস এবং তাজা
মাছ সহ অন্যান্য যে কোন বাংলাদেশী
পণ্য-সামগ্রীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Community Rx Pharmacy

- FREE DELIVERY
- ACCEPT ALL INSURANCE

বাংলাদেশী মালিকানাধীন ও ফার্মাসিস্ট দ্বারা পরিচালিত

27124 Dequindre Rd, Warren, MI 48092
Ph: (586) 920-2225

Advance Care Rx Pharmacy

- FREE DELIVERY
- ACCEPT ALL INSURANCE

বাংলাদেশী মালিকানাধীন ও ফার্মাসিস্ট দ্বারা পরিচালিত

12097 Conant St, Hamtramck, MI 48212
Ph: (313) 826-1713

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,

Happy SPA | Body Wax | Threading |
43227 Crescent Blvd, Suite 4
Novi, MI 48375
Salons by JC at Novi Town Center
248-910-0512
https://www.happyspathreading.com
Licensed Esthetician & Beauty Professional

HAPPY SPA & THREADING
NOVI TOWN CENTER at Salons by JC
43227 Crescent Blvd., Suite 4, Novi, MI 48375
248-910-0512

Happy SPA & Threading
248.910.0512
Specializing in
eyebrow threading
& body waxing
salons by jc

We sell the best premium collection of traditional attire clothing & jewelry products. Our mission is to connect with fashion-conscious individuals.
SHRADDHA'S COLLECTION
Explore your true style
SHRADDHA'S
COLLECTION
248-910-0512
Boutique that re-define women's fashion wear

Newly Married

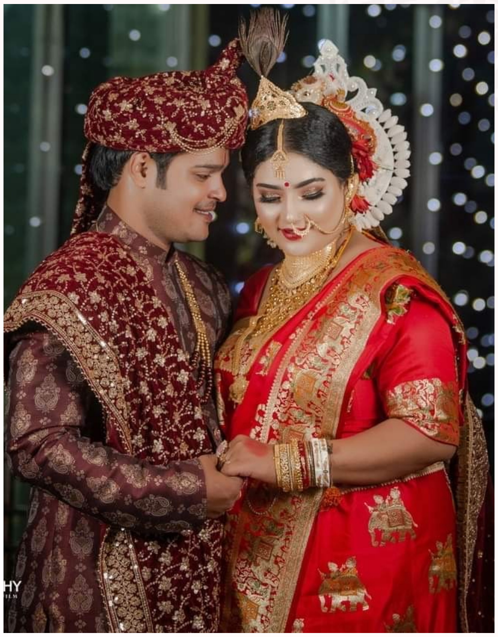

Groom Name: Zolok Datta

Bride Name: Sangjukta Chowdhury

Wedding Date: April 20th, 2022

Groom Name: Subash Dhar

Bride Name: Minakshy Dhar

Wedding Date: August 8, 2022

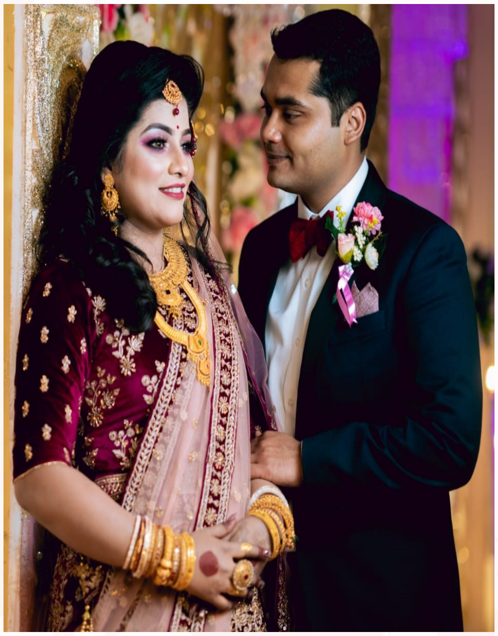

Groom Name: Nirjhor Deb

Bride Name: Arpita Chowdhury

Wedding Date: July 25th, 2022

Groom Name: Tamal Sikder

Bride Name: Prianka Das

Wedding Date: July 21st, 2021

Newly Married

Groom Name: Arup Kanti Dey

Bride Name: Tanni Dev

Wedding Date: July 10th, 2022

Groom Name: Sanjay Kurani

Bride Name: Supriya Das

Wedding Date: November 14, 2021

শারদ শুভেচ্ছা পর্ব

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, শুভেচ্ছান্তে -

Sourav Kumar Sarker, Falguni Shome, Hrick Sarker

Pande
GROCERS
INDIAN GROCERY STORE
Business Hours
Monday - Saturday : 10:30 am to 8:30 pm
Sunday : 10:30 am to 8:00 pm
Locations
Sterling Heights
37196 Dequindre Rd
Sterling Heights, MI
Zipcode: 48310
Phone: +1 586-883-7838
Novi
47230 W 10 Mile Rd
Novi, MI
Zipcode: 48374
Phone: +1 248-719-7345
Canton
44272 Cherry Hill Rd
Canton, MI
Zipcode: 48187
Phone: +1 734-844-670

M&M, LLC
MIAH&MIAH LLC
এখানে ট্যাক্স, ড্রাইভিং স্কুল, টাকা পাঠানো, ইমিগ্র্যাশন এবং সব দরনের বিল দেয়া হয়.
TAX AND MULTI SERVICES
313-305-4311
Lycamobile
$19
Unlimited
$23
Unlimited
1GB
Lycamobile
MIAH & MIAH LLC
· TAX SERVICES
· IMMIGRATION SERVICES
· DRIVING SCHOOL
MIAH & MIAH LLC
MONEY TRANSFER
TEL: 313- 305-4311
FAX: 313-826-1535
MIAH & MIAH LLC
· SECURITY CAMERA
· GRAPHIC DESIGNING
· MULTI SERVICES
11339
OPEN
11341
SIMPLE Mobile
Now get 10GB Mobile Hotspot
ADT

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,

বিশেষ নৃত্য পরিবেশনা - পর্ব ১

Amita's Recital Dance | Tarana

নৃত্য পরিবেশনায়ঃ অমিতা মৃধা

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

Sibling's Group Dance | নববর্ষ এর নৃত্য

নৃত্য পরিবেশনায়ঃ স্নেহা হাওলাদার, শ্রুতি হাওলাদার, শ্রদ্ধা হাওলাদার

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

Mohua Das Mishti & Group

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

বিশেষ নৃত্য পরিবেশনা - পর্ব ২

Antara Anti & Group

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

Group Dance

নৃত্য পরিবেশনায়ঃ অর্পিতা সেন এবং মৃত্তিকা সরকার

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

মা ও মেয়ের যৌথ নৃত্য

নৃত্য পরিবেশনাঃ চিনু মৃধা ও অমিতা মৃধা

নৃত্যটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশনা

Shiv Mandir Cultural Group Chorus

সংগীতটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

Samantha Chowdhury Instrumental

পরিবেশনাটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

দুলাল ভৌমিক এর উপস্থাপনায় ধামাইল

সংগীতটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

আবৃত্তি মেলা

Shiv Mandir Cultural Group Poem Recitation

আবৃত্তিটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

১৪০০ সাল- ডাঃ দেবাশীষ মৃধা

আবৃত্তিটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

আমি বাংলায় গান গাই- ডাঃ দেবাশীষ মৃধা ও চিনু মৃধা

আবৃত্তিটি দেখতে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে QR Code টি Scan করুন। Scan করতে সমস্যা হলে Google Lens অ্যাপটি ইন্সটল করে নিন।

Fast
Free
Quote

Bengal
Insurance Agency

Auto.
Home.
Business.

4198 E. 10 Mile Rd
Warren, MI 48091

Tel: (586)-825-3800 Rashal Ali

Independent Insurance Agent

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন,

ফিরে দেখা - শারদ উৎসব ২০২১

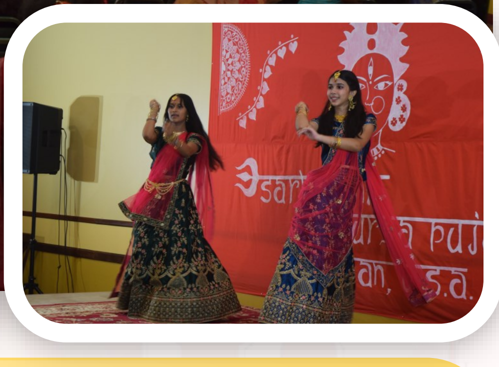

গত বছর, শ্রী ডাঃ দেবাশীষ মৃধা ও শ্রী চিনু মৃধার হাত ধরে শিব মন্দির টেম্পল অব জয়ের প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসব এর সূচনা ঘটে। তিথি মত পূজার পাশাপাশি নানা রকম জাঁকজমক সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি আমাদের সকলের কাছে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম আয়োজন সত্তেও সকলে তাঁদের পরিবার পরিজন মিলে আনন্দের সাথে দুর্গা পুজা উদযাপন করে। সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ যেন খুশিতে মেতে উঠেছিল।

আমাদের বিশ্বাস, যতদিন শিব মন্দির টেম্পল অব জয় থাকবে, সকলে আনন্দের সাথে প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করে যেতে পারবে। কেননা আনন্দ নিয়ে প্রতিটি কর্ম সাধন করাতেই প্রকৃত সুখ নিহিত। - নুর চিশতি

ফিরে দেখা - প্রথম বনভোজন ২০২২

নানা আয়োজনে শিব মন্দির টেম্পল অব জয়ের বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ট্রয় সিটির ফায়ারফাইটার্স পার্কে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বনভোজনটি পরিণত হয় মিলনমেলায় । বনভোজন শুরু হয় দুপুর ১২টায়। এর আগ থেকেই বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী প্রবাসীরা নিজ নিজ গাড়ি নিয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মোড়া পার্কে জড়ো হতে থাকেন। প্রথমেই ঝালমুড়ি ও চা পরিবেশন করা হয়। এরপর বাবা দিবস উপলক্ষে সকল বাবাদের সম্মানে ফাদার্স ডে কেক কাটার আয়োজন করা হয়। কেক কাটা শেষে সকল বাবাদের গোলাপ ফুল দিয়ে জানানো হয় শুভেচ্ছা । এরপর শুরু হয় মূল পর্ব। পিলো পাস, বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের দৌড়, হাঁড়ি ভাঙা, টিপ খেলা, রশি টানাটানি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাজানো ছিল পুরো কর্মসূচি। সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন অভিষেক চৌধুরী ও শর্মিলা দেব শর্মি। গিটারে শাওন বড়ুয়া এবং প্যাডে ছিলেন আকাশ চক্রবর্তী। খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন চিনু মৃধা, রঞ্জিত কুমার ঘোষ, অবিনাশ চৌধুরী, ড. দেবাশীষ মৃধা, আশুতোষ চৌধুরী, রতন হালাদার, অমূল্য চৌধুরী, বিপ্লব চৌধুরী, অজিত দাস, অমিত সিনহা, রাখি রঞ্জন রায়, কমলেন্দু পাল, হীরালাল কপালী, সৌরভ চৌধুরী, চিন্ময় আচার্য্য, জিতেন গোপ, তপন শিকদার ও চন্দন তরফদার।

ফিরে দেখা - শুভ জন্মাষ্টমী ২০২২

TEMPLE OF JOY
EST. 2021

ফিরে দেখা - ছবি পর্ব - ১

ফিরে দেখা - ছবি পর্ব - ২

ফিরে দেখা - ছবি পর্ব - ৩

ফিরে দেখা - ছবি পর্ব - ৪

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

vivo X80 · ZEISS

ফিরে দেখা - ছবি পর্ব - ৫

ফিরে দেখা - শ্রী শ্রী সরস্বতী পুজা ২০২২

সরস্বতী পুজা উপলক্ষে শিব মন্দির টেম্পল অব জয়ের এক বিশেষ আয়োজন ছিল ছোটদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।

ফিরে দেখা - পৌষ পার্বন পিঠা উৎসব ২০২২

গত ১৬ই জানুয়ারী ২০২২ রবিবার শিব মন্দিরে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত আয়োজনে ভক্তবৃন্দ নিজেদের পছন্দের সব সুস্বাদু পিঠা অত্যন্ত জাকজমকতার সাথে পরিবেশণ করেছেন। শিব মন্দিরের উদ্যোগে করা এটাই ছিল প্রথম বাৎসরিক পিঠা উৎসব।

TEMPLE OF JOY
EST. 2021

A Quick Tour of Three States by Aarush Chowdhury Raam

One morning, my dad was talking on the phone with his nephew (who's my cousin named Moni Dada). Moni Dada told my dad that his grandma (which is my dad's aunt) was coming from Montreal to visit his house. At the same time, Moni Dada's cousins were coming from England to their house, too. I heard my dad tell Moni Dada that he planned to come see the guests.

After hanging up the phone, my dad called everyone in our house and asked if we were interested in visiting the three new states. Every year, we try to visit different states in the USA. So far, we visited twenty-five states. I was super excited, along with my didi. Moni Dada lives in Maine.

On the map, I saw that Maine, New Hampshire and Massachusetts were close to each other. This year, we tried to visit Bangladesh, but suddenly, a natural disaster (a flood) came up. We cancelled that plan. After that, our vacation plans were messed up. On a short notice, my dad planned to visit the three states. Including these three states, the total number of states that we will have visited would be twenty-eight states. After two days, on a beautiful early morning, we started our journey by road from Michigan. When we started, it was dark outside. I don't usually wake up that early. I saw orange in the sky. It was so beautiful. My mom was so busy taking pictures. I was looking outside and saw houses, trees, fields and farms. Sometimes, I even saw cows and horses.

One time, I was falling asleep. When I woke up, I saw my dad filling up the gas for our car. I asked him about where we were. He said that we were in Canada. We crossed the USA border all the way to Buffalo, New York and then to Massachusetts.

After a twelve hour journey, we reached our hotel. We took a quick break and got ready to visit Moni Dada's house. When we reached his house, his house was full with guests. I met Tirtho Dada, Tithi Didi, and Kristi Didi who were from Canada. Anton Dada and Shawn were from England. I also met Moni Dada's two sons, Dibbo and Shomo. I also met my grandmother (Dado Bhai's sister). We spent three hours at their house. It was so much fun. I cannot believe that we have so many family members.
During this trip, we visited the Lighthouses in Maine, a train journey in New Hampshire, and a sunset cruise in Boston Harbor. It was so fun. I saw the Atlantic Ocean and the White Mountains, too. This journey was so memorable.

ব্রহ্মময়ী মা

তন্ময় আচার্য্য

ব্রহ্মময়ী মোর জননী
আছ তুমি এই বিশ্বব্যাপী
সর্বত্র বিরাজ তোমার শক্তি
প্রকাশ করে যা এই অপূর্ব সৃষ্টি

তবু কেন মনে এই আব ছায়া
যায় না দেখা তোমার এই লীলা খেলা
যে চোখ দিয়ে হয় বিশ্ব দেখা
তাও যে কবো যায় না দেখা

দাও মা খোলে জ্ঞান দৃষ্টি
শ্যামা মা দিয়ে তোমার কৃপা বৃষ্টি
নিত্য যেন পাই তোমার দর্শন
সৃষ্টিতে তোমার প্রকাশ অনুক্ষণ

আমি বিশ্বপ্রেমিক

দেবাশীষ দাশ

আমি সমুদ্র
তুমি কলসির জল,
কি করে জানবে আমার
গভীর ও তল।
আমি অসীম আকাশ
তুমি শুস্ক মরুভূমি,
কি করে জানবে আমার
এ বিশাল ধরনী ।
আমি অফুরন্ত ভালবাসা
তুমি শুধু নিঃশব্দ নিরাশা,
কি করে জানবে তুমি আমার প্রশস্ত হৃদয়ের আশা ।
আমি বহুল পরিচিত
তুমি কেবলই অপরিচিত
অন্ধকার , কি করে জানবে
আমার প্রতি মানুষের ভালবাসা আকাশ সমান।
আমি বিশ্ব প্রেমিক,
তুমি হিনমন্যতায় ভরা কীট
কি করে জানবে আমার
হৃদয়ের গভীরতা।
আমি বিশাল উদার মনের
মানুয,তুমি কুচক্রি ভাবল
ফেইস হিপক্রেট,
কি করে জানবে আমার
সচ্ছ সরলতায় ভরা উদার
মনের অভিপ্রায় ।

আনন্দ আশ্রম

ডাঃ দেবাশীষ মৃধা

এসো এসো সবে, এসো হে,
হাতে হাত রেখে এসো হে
এসো এসো সবে, এসো হে,
শুধু ভালো বেসে এসো হে
এসো এসো সবে, এসো হে,
ভক্তি ভর রসে, এসো হে
এসো এই শিবালয়ে, এসো হে,
আনন্দ উচ্ছাসে, এসো হে।

নেচে নেচে এসো, এসো সুন্দর সংজমে
এসো সবে এসো, এসো এ আনন্দ আশ্রমে
এসো এই দেবালয়ে, এসো এই শিবালয়ে
এসো পিঙ্গল নয়ন রুদ্র পরমেশ্বর শিব দর্শনে।

পৃথিবীটা যেন এক আনন্দ আশ্রম
সত্যম শিবম সুন্দরম
জীবনটা যেন এক আনন্দ আশ্রম
সত্যম শিবম সুন্দরম।
এ মহান মন্ত্র নিয়ে মোদের জীবন
সত্যম শিবম সুন্দরম।
এ মোদের ভালোবাসা, আনন্দ আশ্রম,
সত্যম শিবম সুন্দরম।

অন্তর খুলে এসো, শিবায় শান্তায় এসো
অরুন আলোয় এসো, বীনার বানীতে এসো
নুপুর ঝংকারে এসো, হাসিতে হাসিতে এসো
চর্চিত চন্দনে এসো, এ মহান যগ্যে এসো
হৃদয় বিকশি এসো, শিবে প্রনমী এসো
হে পুরবাসী এসো, আনন্দ আশ্রমে এসো। এসো হে

এসো এসো সবে শান্তির সন্ধানে
এসো এসো সবে মুক্তির আবাহনে
হৃদয়ে ভক্তিনিয়ে অন্তর খুলে এসো, এসো হে
নত শিরে এসো, এ মহান যগ্যে এসো।
এই শিবালয়ে এসো, এই দেবালয়ে এসো
এসো এ মুক্তির মন্দিরে এসো, এসো হে,
এসো এ আনন্দ আশ্রমে এসো।
এসো হে, এসো হে,
এসো এসো এসো এসো হে।

তুমি

নুর চিশতি

তুমি শুধু তুমি
অন্তরে তুমি, স্বপ্নে তুমি,
চোখের জলে তুমি, মৃদু হাসিতে তুমি।
ভোরের কুসুম আলোক ছোয়ায় তুমি অথবা রাতের বৃষ্টি
ভেজা স্পর্শতে তুমি।
আকাশের ওই হাওয়াই মিঠাই এর নরম ছোয়ায় তুমি
কিংবা বাতাসে ভেসে আসা ভেজা মাটির গন্ধে তুমি।
তুমি শুধুই তুমি।

তুমি আমার হাসির শক্তিতে
তুমি কথার খেলার যুক্তিতে
তুমি প্রেমের মেলার মিষ্টি উক্তিতে
আছো তুমিও দস্যিপনার নানান কটোক্তিতে।
তুমি শুধু তুমি,আছো কাছে শুধুই যে তুমি।

তুমি আমার বায়স্কোপের এক অপরূপা নায়িকা
তুমি মন মাতানো সুরেলা গানের অপূর্ব গায়িকা
তুমি প্রেমের প্রশস্থ কাব্যের প্রশংসনীয় রচয়িতা,
তুমি আমার ক্ষনস্থায়ী ভাগ্যের দেবীরূপী এক লেখিকা।
তুমি শুধু তুমি, পাশে আছো শুধুই তুমি।

তোমাকে ঘিরে প্রতিটি ক্ষণ যে, ধরে রাখি বার বার;
আদর যত্নে গড়া তোমারই স্মৃতি, মনে করি বার বার;
তোমাকে পেয়ে জিতেছি আমি হেরেছি কি কোনো বার?
তোমাকে ঘেরা এই সুন্দর ভুবন, কে পায় কত বার?
তুমি শুধু তুমি, চেয়ে আছো দু নয়নে শুধুই তুমি।
আমার ভালোবাসায় শুধুই তুমি।

কবিতাটি সকল ভালোবাসার মানুষের জন্য।

পূজোর ছড়া

চন্দনকৃষ্ণ পাল

শুভ মহাষষ্ঠী

শুরু হলো ষষ্ঠী পূজা
সংকল্পের মধ্য দিয়ে
জাগরণের গান গেয়ে যাই
বাদ্য এবং সুরটা নিয়ে।

গোধূলিতে বোধন হবে
আমন্ত্রণ ও অধিবাসে
শুরু হলো মহোৎসব আজ
আকাশ বাতাস সবাই হাসে।

শুভ মহাসপ্তমী

নবপত্রিকা স্নান ও প্রবেশ
স্থাপন সপ্তমীতে
দুর্গাদেবীর পুজো হবে
ঢাকের বাদ্য গীতে।

কালরাত্রি রূপেও দেবী
পুজিত হন জানি
ভূত-প্রেত আর অশুভ সব
ধ্বংস হবে জানি।

নব উদ্ভিদ নবপত্রিকা
প্রকৃতির পূজা হবে
হাজার লক্ষ বছর ধরে
প্রকৃতিটা বেঁচে রবে।

শুভ মহাঅষ্টমী

আজকের দিনে দেবীর হাতে
বধ হয়েছিলো মহিষাসুর
স্বর্গ-মর্ত্যে বেজেছিল
অনন্য এক বিজয়ের সুর।

আজকে দেবী মহালক্ষ্মী
সৌভাগ্যের দারুণ প্রতীক
আজ কুমারী পূজা মানে
নারীর প্রতি সন্মান ঠিক।

শুভ মহাঅষ্টমীতে
সবার জন্য শুভেচ্ছা আজ
শুদ্ধ মানুষ হতেই হবে
এটাই হবে প্রকৃত কাজ।

শুভ মহানবমী

অষ্টমী নবমীর মাঝে
সন্ধি পূজা হয়ে গেছে
একশ আট মাটির প্রদীপ
প্রজ্জলিত রয়ে গেছে।

একশ আট নীলপদ্মে
হয়ে গেছে পুজা দেবীর
মহালক্ষ্মী আজকে দেবী
প্রণাম সকল প্রসাদ সেবীর।

নবমীর এই পূজা মানেই
বিদায় সমাগত এবার
দিন ফুরোলেই বিজয়া যে
আসছে সময় বিদায় দেবার।

বিজয়া দশমী

গতরাত ছিলো অন্যরকম ছিলো সেটা মহানবমী
রাতভর ঘুরে বেড়িয়েছি সব, আজ তো বিজয়া দশমী।
বিসর্জনের ঘন্টা বাজছে মায়ের মুখটা মেঘলা
এতো হৈ চৈ এতো আনন্দ সব শেষে আজ একলা।

দুবছর জোড়া মহামারী রেখে পুজোতে মেতেছি সকলে
বুকের ভেতর শুন্য ছিলো যে এই করোনার ধকলে।

সব ছেড়ে ছুড়ে নিয়েছি খুশি তো হৃদয় খুলেই হেসেছি
দুরে দুরে থাকা সবাই আবার সবাইকে ভালো বেসেছি।

আর কিছুক্ষণ পরেই দেবীর ভাসান হবে যে জলেতে
"আসছে বছর আবার হবে' তো মা চলে যাবেন পলেতে।

বুক ভরা ব্যথা চোখ ভরা জল নিয়ে শান্তির বারিতে
নিজেকে শান্ত করেই ফিরবো সবাই নিজের বাড়িতে।

লুচি সন্দেশ আলুর দম আর লাড্ডু উঠবে মুখেতে
কল্পনাতেই মায়ের মুখটা ভাববো আবার সুখেতে।

মণ্ডপ খালি নিভে গেছে আলো ঢাক বাজছে না আর তো
নিজের বাহনে স্বর্গের পথে, সময়ও তো নেই মা'রতো।

দুদিন পরেই সন্তানেরাও সংসারে হবে ব্যস্ত
শারদীয় এই দুর্গোৎসব এবার হয়েছে শেষ তো।

আমি দুর্গা পূজা সমর্থন করি

সৌমিত্র দেব

আমি দুর্গা পূজা সমর্থন করি। যদিও প্রথাগত অর্থে পূজা পছন্দ করি না। কারণ আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থে এ সবের কোন স্থান নেই। বেদে এক ও অদ্বিতীয় বালা শরিক ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। পূজা নয়, সেখানে আছে যাগ যজ্ঞের বিধান। কিন্তু সেই বেদের ই জ্ঞান কাণ্ডে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তাঁরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন দেবতা। অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বরের কথা বলেও সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ হিসেবে বহু দেবতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে বেদ যেহেতু পূজার ব্যাপারে নিরব তাহলে কেন আমি বেদের অনুসারী হিসেবে পূজাকে জায়েজ করে নেবো? এটা কি পৌত্তলিকতার পর্যায়ে পড়ে যাবে না?

আমি সবিনয়ে বলবো, না। যিনি বেদ বিশ্বাস করেন, তিনি দেবতার প্রতিমার মধ্যে পরম ব্রহ্মকে খুঁজে পান। ব্রহ্মের আদি নাই । অন্ত নাই । কিন্তু তাঁর শক্তির প্রকাশ হিসেবে এই দেবতার প্রতিমা হয় ক্ষণস্থায়ী। তাঁকে একটি বিশেষ সময়ের জন্য নির্মাণ করা হয়, আবার পূজা শেষে বিসর্জন।

মূলত এর ভেতর দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করা হয়। বিষয়টি ছন্দবদ্ধ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

পুতুল পূজা করে না হিন্দু

কাঠ মাটি দিয়ে গড়া

মৃন্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী হেরে

হয়ে যাই আত্মহারা।

এবার বলবেন, ঠিক আছে। পূজা না হয় মানলাম। কিন্তু দুর্গা দেবী এলেন কোথা থেকে?

সেটা একটা প্রশ্ন বটে। বেদে দুর্গার কথা নাই। মহাভারত, মনুসংহিতা এমনকি বাল্মিকীর রামায়নেও দেবী দুর্গার অস্তিত্ব নেই। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,দেবীভাগবত পুরাণ ও শ্রী শ্রী চন্ডীতে দুর্গাকে নিয়ে উপাখ্যান আছে। তবে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে কৃত্তিবাস ওঝা রচিত বাংলা রামায়ণে। সেখানে দেখা গেছে অযোধ্যার রাম বাংলার এই আদি দেবীকে পূজা করেছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কোনো বিবরণ নেই। কিন্তু রামায়ণের পদ্যানুবাদ করার সময় কৃত্তিবাস ওঝা কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এর কাহিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সংযোজিত করেছেন। কৃত্তিবাসি রামায়ণ অনুসারে, রাবণ ছিলেন শিবভক্ত। মা পার্বতী তাকে রক্ষা করতেন। তাই ব্রহ্মা রামকে পরামর্শ দেন, শিবের স্ত্রী পার্বতী কে পূজা করে তাকে তুষ্ট করতে। তাতে রাবণ বধ রামের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী রূপের বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন রাম কল্পারম্ভ করেন। তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন। হনুমান তাকে ১০৮টি পদ্ম জোগাড় করে দেন। মহামায়া রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম না পেয়ে রাম পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে, দেবী পার্বতী আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন। তবে সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে কৃত্তিবাস ওঝা যে কাহিনী সংকলন করেছেন, তা রামচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী বাল্মিকী রামায়ণে বা রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদসমূহ যেমন, তুলসীদাস রচিত হিন্দি রামচরিতমানস, তামিলভাষায় কাম্ব রামায়ণ, কন্নড় ভাষায় কুমুদেন্দু রামায়ণ, অসমীয়া ভাষায় কথা রামায়ণ, ওড়িয়া ভাষায় জগমোহন রামায়ণ, মারাঠি ভাষায় ভাবার্থ রামায়ণ, উর্দু ভাষায় পুথি রামায়ণ প্রভৃতিতে উল্লেখিত হয় নি। এছাড়াও যোগবাশিষ্ট রামায়ণে উক্ত হয়নি।

মোদ্দা কথা দেবী দুর্গা হলেন সনাতন বৈদিক ধর্মের বাংলা ব্র্যান্ড । এ দেশের আন্দোলন সংগ্রাম, শিল্প, সংস্কৃতি সব কিছুতেই দেবী দুর্গার ভুমিকা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মা তরম নামে দেশাত্মবোধক গানে দেবী দুর্গার আদল নিয়ে এসেছিলেন। এটা হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় শ্লোগান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভুমিকা রেখেছিল বলে সিলেটের মহাকবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর লেখা দুর্গা বিষয়ক মহাকাব্য "দেবীযুদ্ধ" কে নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি। একই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছিল আমাদের জাতীয় কবি কজী নজরুল ইসলামের কবিতা -আনন্দময়ীর আগমনে।

আনন্দময়ীর আগমনে

কাজী নজরুল ইসলাম

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব–শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি-নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
ঢাল তরবার, আন মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা।

তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে
রক্ত-তৃষার 'ময়-ভুখা-হু'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।-
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা।

'ময় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাশ হতে গিরি-রাণীর মা দুলালী কন্যা অয়ি!

এভাবে বাঙালি জাতি তার সংকটে সংগ্রামে দুর্গা দেবীর আহবান করে। যতদূর বাংলা ভাষা ততদূর এই বাংলাদেশ। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সবখানে দেবী দুর্গার জয়ধ্বনি।

দুর্গাপূজা: বাঙালি মননে সর্বজনীন শান্তির প্রতীক

নারায়ন গুপ্ত

দুর্গাদেবী সনাতন হিন্দু বাঙালি সমাজে সকল দেবদেবীর সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নানান নামে পূজিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তিনি দুর্গা । মহিষাসুর যখন দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে দশভূজা মা দূর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী।

দুর্গাপূজা মূলত দেবী দুর্গার পূজা। বাঙালি সনাতন হিন্দু সমাজে এটি প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের পূজা হলো শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং বসন্তের পূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত।

দুর্গাপূজা সম্পর্কে প্রচলিত পৌরানিক মতবাদ হলো, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার আরাধনা করেন এবং দেবীবরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বা আরাধনা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর নাম বাসন্তী’ পূজা।

শ্রাস্ত্রমতে, সমস্ত বছরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন- এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ণ, তখন দেবদেবীগণের জেগে থাকার সময় আর শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত দক্ষিণায়ন, এই সময়ে তাঁরা ঘুমে থাকেন।

ভগবান রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে (শরৎকালে) মা দুর্গাকে জাগিয়ে পূজা করেছিলেন। তাই এর নাম অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে। এসময় শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নমবীতে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। দূর্গাদেবী সাধারণত দশভুজা।

পৃথিবীতে দুর্গার আবাহনের জন্য বোধনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ দিন কল্পারম্ভ দিয়ে শুরু হয় দেবী দুর্গার বোধন। এ দিনই স্বর্গলোক থেকে পরিবার সমেত দেবী দুর্গা মর্তলোকে আসেন, সঙ্গে চার সন্তান লক্ষ্মী, গনেশ, কার্তিক ও সরস্বতী। এ দিন দেবী দুর্গার মুখাবরণ উন্মোচিত হয়। বোধনের মধ্য দিয়ে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন মোঘল সম্রাট আকবরের সুবাদার রাজা কংস নারায়ণ রায় । তিনি বাংলার দেওয়ান ছিলেন। তার বাড়ি ছিল রাজশাহী জেলার তাহিরপুরে। পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শে মহাযজ্ঞ না করে তিনি দুর্গাপূজা করেছিলেন। ভিন্ন মতে, পঞ্চদশ শতকে শ্রীহট্টের (বতর্মান সিলেটের) রাজা গনেশ প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন। তবে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণের সময় থেকে তা জাঁকজমকভাবে হয়েছিল। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষাব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত। বাঙালি হিন্দু সমাজে দুর্গাপূজা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমষ্টিগত পূজাকে বলা হয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

মহালয়া, বোধন ও সন্ধিপূজা-এই তিন পর্ব মিলে হয় দুর্গোৎসব। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। দেবীপক্ষের সূচনার আগের দিন আর পিতৃপক্ষের শেষ দিনটি অমাবস্যা। এই দিনটির নাম মহালয়া;

মহালয়ার দিন থেকে মূলত দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তবে এ দিনটির তাৎপর্য অন্যরকম। এ দিনটি হলো পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের শুরুর দিন। মহালয়া তিথিতে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে,তাঁদের আত্মার শান্তি এবং পৃথিবীর সমগ্রিক মঙ্গলের জন্য ভক্তরা দেবীর নিকট প্রার্থনা ও অঞ্জলি প্রদান করে থাকেন।

দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা দেবীর প্রকৃতিস্বরূপা রূপ। যার প্রচলিত নাম কলাবউ। একটি সপত্র কলাগাছের সাথে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বউয়ের আকার দেওয়া হয়। গণেশের পাশে রেখে সপ্তমীর সকালে পূজা করে তারপর মূল দুর্গাপূজা শুরু হয়। নবপত্রিকা বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নবপত্রিকা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নয়টি পাতা নয়, বরং নয়টি গাছ। এগুলি হলো - কলাগাছ, কালোকচু গাছ, হলুদ গাছ, মানকচু গাছ, ধানগাছ, বেল গাছ, জয়ন্তী গাছ, অশোক গাছ ও ডালিম গাছ- এই নয়টি গাছ যথাক্রমে ব্রহ্মাণীদেবী, দেবী কালী, দেবী দুর্গা, দেবী চামুন্ডা, দেবী লক্ষী, দেবী শিবানী, দেবী জয়ন্তী, শোকরহিতা ও রক্তদন্তিকা-দেবী দুর্গার এ নয় রূপের প্রতিনিধিত্ব করে।

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল মহাস্নান। মহাসপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নানের পর মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মহাষষ্ঠীর মধ্যদিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তখন ঢাকের বোল, কাঁসর ঘণ্টা, শাঁখের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে পূজামণ্ডপগুলো। মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিনও পূজার মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়
অষ্টমী পূজা হলো দুর্গা পূজার একটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ। এই অষ্টমীর দিনে ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবী দুর্গাকে নিজের মনের ইচ্ছা জানান। এই দিন চামুন্ডারূপে দেবী দুর্গাকে পুজো করা হয়।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে ষোলো বছরের কম বয়স্কা কোনো কুমারী বালিকাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি আছে। ভক্তদের মতে, দেবী অম্বিকা কুমারী কন্যারূপে দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে বেলগাছে দেবীর বোধন করতে নির্দেশ দেন।

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অধ্যায় হল সন্ধিপূজা । দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয়, তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা অর্থ্যাৎ সন্ধি-কালীন পূজা। এই পূজা দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ, এইসময় দেবী দুর্গাকে চামুন্ডা রূপে পূজা করা হয়ে থাকে। সন্ধিপুজোর মাহেন্দ্রক্ষণেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই পূজা সম্পন্ন হয় তান্ত্রিক মতে। তখন দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়।
দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে বাঙালী সনাতন ধর্মালম্বীরা সমস্ত আসুরিক অপশক্তির বিনাশকল্পে নতুন সুখশান্তির অপার প্রেরণা পেয়ে থাকেন। তাই প্রতি বছর মা দুর্গা আমাদের মাঝে নবশক্তির উৎস হিসাবে পূজিত হন। আমরা দেবী বন্দনায় কৃতার্থ হই।

"ব্রতসাঙ্গ"- ব্রত সমাপন

হারিয়ে যাওয়া একটা হিন্দু প্রথা

চিনু মৃধা

ভাবছি, আজকে কি লিখবো ? আমার এক মেক্সিকান বন্ধু তাদের প্রথা Quinceañera নিয়ে গল্প করছিল। মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম আমাদের দেশীয় কোন একটা প্রথার সাথে এর মিল অবশ্যই আছে। আমেরিকাতে সুইট সিক্সটিন এর জম কালো একটা প্রথা চালু আছে। ভাবতে ভাবতে মিল পেয়েই গেলাম। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে সভ্যতার অনেক কিছুই সেই আদিকাল থেকেই কিভাবে যেন ঠিক ঠিক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, হতে পারে সেটা ভাইকিং এর সমুদ্রপথে অথবা ইনকাদের মত পাহাড়ি দুর্গম পথ বেয়ে অথবা সমসাময়িক চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ। যাই হউক, আমার সুইট সিক্সটিন অথবা Quinceañera কোনটাই হয় নাই। তবে আমার হয়েছিল 'ব্রতসাঙ্গ'। জানিনা এই শব্দটিও সঠিক কি না!

আমি বিক্রমপুরে প্রত্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি। আমাদের বাড়িতে সনাতন হিন্দু ধর্মালম্বীদের এমন কোন পূজা পার্বণ, সংক্রান্তি বা প্রথা ছিলো না যা পালন করা হতো না। শুনেছি বার মাসে তের পুজা। আমাদের বাড়িতে তার থেকে ঢের বেশীই হতো। আমাদের এলাকায় কিশোরীরা মাঘ মাসে প্রতিদিন শীতের ভোরে সূর্য উঠার আগে ব্রত করতো। শত শত বছরের এই প্রচলিত প্রথাটাকে মাঘ মন্ডলের ব্রত বলা হতো। পুকুর পাড়ে বস্তা বিছিয়ে চাদর মুড়ী দিয়ে বসে সমবেতকণ্ঠে সূর্যদেবের আরাধনা করতো। কত সেই গান, গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে বিয়ে, মেয়েকে সাজানো, গয়না পড়ানো থেকে শুরু করে বিয়ে দেওয়ার গান।

প্রতিটি গানেই মেয়েদের আচার আচরন ও সংসার ধর্মের শিখনীয় কিছু থাকতো। আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, আমারও একটা সুন্দর ডালা গ্রাম্য মেলা থেকে উপহার আসলো, দিদিদের সাথে আমারও শুরু হয়ে গেলো মাঘ মন্ডলের ব্রত। পুকুরের চারপাশে অনেক গ্রুপ বসতো। হতো গলা পিটানোর পাল্লা। কারা কত জোড়ে গাইতে পারে। আমার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বরটা সেই যে গেলো, আর ফিরে এলো না। আমরা দুর্বা ঘাস আর লাউ ফুলের আটি করজোড়ে নিয়ে গান করতাম। শেষ গানটা গাইতাম পূর্বদিকে মুখ করে। গানটা ছিলো 'উঠো উঠো সূর্যরে ঝিকিমিকি দিয়া, তোমার সূর্যা আসে ফুলের ডালা নিয়া...ফলের ডালা নিয়া...বেল তুলশী নিয়া, ইলিস পোলাও নিয়া প্রতি শনিবার রাতে 'নাইল' মাটির সূর্য বানাতাম। কাদামাটি দিয়ে একটা স্তম্ভ বানিয়ে গাদা ফুল দিয়ে সেটাকে সাজাতাম। বাড়িতে আর্টিস্টটিক কেউ থাকলে তো কথাই নেই, হাত পা, চোখ কান সব বানানো হতো। প্রসাদ হতো ভেজা আতপ চাউল আর কলা দিয়ে মাখা। শনিবার ভোড় বেলা কনকনে দাত কাপানো শীতে স্নান করে নাইল সামনে নিয়ে ব্রত করতে হতো। পুরো মাসটাই দারুন একটা ব্রত ব্রত পরিবেশ থাকতো এলাকা জুড়ে। বিকেল বেলা মেয়েরা দল বেধে সদ্য ফোটা লাউ ফুল আর দুর্বা ঘাস কুড়াতে যেতাম। সেই কোথায় কোথায় চলে যেতাম আমরা বড় দুর্বা ঘাস, লাউ ফুল আর কলা গাছের সেতকুল (কলা গাছের ছাল দিয়ে দড়ি) কুড়াতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুর্বা আর লাউ ফুল দিয়ে সেতকুল দিয়ে মুড়ে আটি বানাতাম পরের দিন ভোড়ের ব্রতর জন্য। । অনেক গুলো আটি বানাতাম। এক একটা গানের জন্য এক একটা ফুল দুর্বার আটি। শেষেরটা একটু বড় আর সুন্দর। সেটা দিয়ে সূর্য উঠার গান। সবার নিজস্ব ডালা, নিজেরটা নিজেরই বানাতে হবে। প্রথম দিকে মা মাসি বড়রা সাহায্য করতো। সবাই পাচ বছর অথবা সাত বছর করতো। প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের ঋতুস্রাব হবার আগেই শেষ বছরটি ব্রত করা। শেষ বছরের শেষ দিন হতো বিয়ের মত অনুষ্ঠান। আত্মীয় স্বজন, পাড়ার লোকজন, শত শত মানুষের খাওয়া দাওয়া। বর ছাড়াই বিয়ে। গায়ে হলুদ, সাজানো, সুন্দর দামী শাড়ী, গয়না গাটি। উঠোন সাজানো হলো সূর্য, চাঁদ আর গোলাকার পৃথিবীর আল্পনা দিয়ে। অপূর্ব সুন্দর এই আল্পনা গুলো করা হতো বিভিন্ন রঙ এর আবির দিয়ে। তবে সবুজ লাল রঙ বাড়িতে বন্না পাতা শুকিয়ে আর ইট গুড়ো করে বানানো হতো, কয়লা মিহি করে বানানো হতো কালো রঙ। অন্য রঙ গুলো কিনে আনা হতো। বাড়িতে ঢাকঢোল ব্যান্ডপার্টি হই হই রই রই।

আমি সাত বছর এই ব্রত করেছিলাম।আমাকেও একদিন সুন্দর করে সাজানো হলো, চন্দন আর তিলক দিয়ে সাজানে হলো কনের সাজে, পড়ানো হলো জীবনের প্রথম শাড়ী। সুন্দর করে সাজিয়ে বসানো হলো উঠোনের আলপনার উপর আলপনা করা পিড়িতে। খাওয়ানো হলো অনেক বড় পিতলের থালায়, হরেক রকমের ভাজি, মাছ, পোলাও, বেগুনি আরও অনেক সুস্বাদু খাবার। তারপর একে একে সবাই এসে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে উপহার দিয়ে গেলো। হয়ে গেলো আমার ব্রতসাঙ্গ, সূর্যদেবের সাথে বিয়ে। আমাদের এলাকায় অনেক কিশোরীরা তারাব্রত করতো মধ্যরাতে উঠে। আমাদের পরিবারে সেটা খুব সংক্ষিপ্ত ছিলো, আমাদের সূর্যব্রতে বসার আগে তারা দেখে বসলেই হতো। বড় হয়ে মা কে জিগ্যাস করে জেনেছিলাম আমরা ছোটবেলা কেন এটা করেছি। তার একটাই উত্তর ছিলো সূর্যদেবের মত স্বামী আসবে, যে শুধু আলো ছড়াবে, পৃথিবীকে আলোকিত করবে।

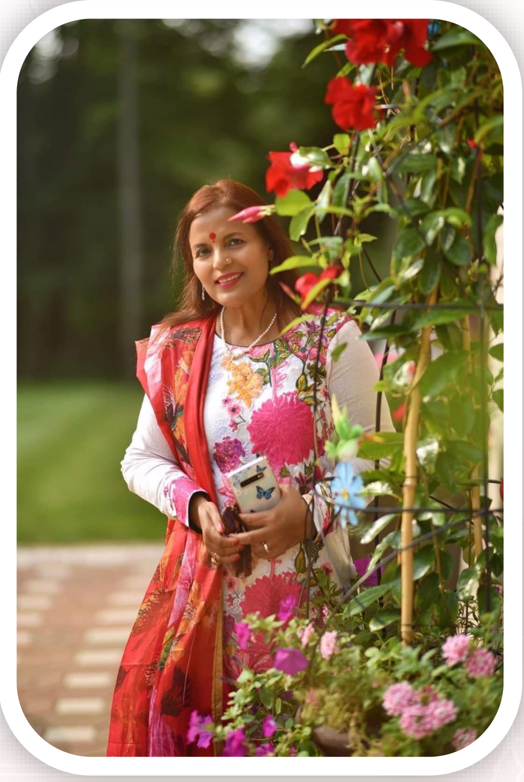

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় দুর্গাপূজা

“সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন, আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাই না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহার-ই।”

বাঙালিদের সব থেকে অন্যতম বড় উৎসব দুর্গোৎসব। কিন্তু কেন ? দেখা যায়, দুর্গোৎসব বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। দেবী দুর্গার পুত্র- কন্যাদের মধ্যে একেকজন পৃথকভাবে ভারতের নানাদিকে পূজিত, যেমন মহারাষ্ট্রে গণেশের পূজার গুরুত্ব অনেক বেশি। লক্ষ্মী, সরস্বতীরও ভক্তসংখ্যা কম নয়। কিন্তু সমস্ত পুত্র-কন্যা সমেত, সিংহ বাহিনী, অসুরদলনী দুর্গা এক চালচিত্রে গ্রথিতরূপে অন্যত্র কোথাও পুজিত হন না। এখানেই বাঙালির দুর্গোৎসবের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট। অনেকের মুখে শোনা যায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে বর্তমান আকারে মৃন্ময়ী মুর্তিতে দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব প্রচলিত হয়েছে। অর্থাৎ তার আগে বর্তমান আকারে মৃন্ময়ীমূর্তিতে দুর্গাপূজা হতো না; ইতিহাসের বিচারে তা মোটেই সত্য নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ন্যূনতম চারশত বছর আগে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। রঘুনন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব, দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গাপ্রয়োগতত্ত্ব পাঠ করলেই স্পষ্টই বোধ হয়, তৎকালে বর্তমান আকারে মৃন্ময়ীমূর্তিতেই শারদীয়া দুর্গাপূজা হত এবং তাহার ব্যবস্থা ও পদ্ধতির জন্যে এই তিনখানা গ্রন্থ লিখে গিয়েছিলেন। ঈশ - সত্তার মাতৃরূপের ভজনা ও পূজা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রচলিত। সর্বজনীনতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে দুর্গোৎসবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায় এমন বৃহত্তর আয়োজন সত্যিই অনন্য। যারা নিরাকার সাধনায় বিশ্বাস করেন, তাদেরও এই উৎসব নানাভাবে অপ্রত্যক্ষে আহ্বান করে। অবশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে, আত্যন্তিক প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরকে গতানুগতিক অনুসন্ধান করতে চাননি। তার সমগ্র ধ্যান ধারণা ও কর্মসাধনায় অনন্তের চৈতন্যই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। গৃহ ও গৃহকাজের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। আজ গোটা দুনিয়ার গবেষকরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা,গান, প্রবন্ধ, ছবিআঁকা নিয়ে গবেষণা করছেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহলে বাঙালির চিরন্তন উৎসব দুর্গাপূজা নিয়ে তাঁর ভাবনা কী ছিল? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুর্গাপূজা ভাবনাটা আসলে বিশেষ জটিল। জটিল কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। এই লেখার ভিতরে কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মোটেই দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু বলা যায় সবিশেষ জটিল। কবিগুরু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, উৎসবের দিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়১। ১৯০৩ সালের ২২শে অক্টোবর বোলপুর থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, “সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাই না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহার-ই।” এরও দুবছর পরে ১৯১২ সালের ১৮ মার্চ আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন, “প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে একথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে।”

বস্তুতপক্ষে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই কাদম্বিনী দেবীকে একবার লিখেছিলেন, “ নানা ব্রাহ্ম সমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেননি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেননি। (চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮)। ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা বহুদিন আগেই গড়ে উঠেছে। তাই প্রচলিত পূজার্চনাবিধির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেও রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। আমাদের দেশের পূজার্চনাবিধি সম্পর্কে এবং এর মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিচার করে এই পূজার্চনাবিধিকে যাতে কোনো কিছু কলুষিত না করে সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এককালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল এবং তা হয় নীলমণি ঠাকুরের আমলে থেকেই। ১৭৮৪ সালের জুন মাস থেকে নীলমণি ঠাকুর২ জোড়াসাঁকোয় গোলপাতার ঘর করে বসবাস শুরু করেন। তখন অবশ্য জোড়াসাঁকোর নাম ছিল মেছুয়াবাজার। নীলমণি ঠাকুরের কন্যা কমলমণি গল্প করতেন যে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির “প্রথম দুর্গাপূজা খোলার ঘরে হয়”। বস্তুত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুজোর সমারোহ কিন্তু শুরু হয়। তাঁর আমলে ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, সরস্বতীপুজো অনুষ্ঠিত হতো। তবে যেহেতু দ্বারকানাথ নিজে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই পুজোয় জীববলি হত না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, “আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কী ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা,- পশুর বদল কুমড়ো বলি হয় এই শুনতুম।” এ প্রসঙ্গে তখনকার কালের সংবাদপত্রে এই খবরটি প্রকাশিত হয় যে, “শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের৩ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না। ওই বাবুর বাটিতে দুর্গোৎসব, শ্যামপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে।” দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর এক ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, “প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম তখন মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।”

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুর্গাপুজোর সময় ইচ্ছে করেই প্রবাসে কাটাতেন। মহর্ষি-কন্যা সৌদামিনী দেবী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “পুজোর সময় কোনও মতেই পিতা বাড়ি থাকিতেন না এজন্যই পুজোর উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না।”

“ষষ্ঠীর দিন সবাইকে জিনিসপত্র ‘বিলি’ করে দেওয়া হত। শুধু ছেলেমেয়েরাই নয়, আত্মীয়-স্বজন, কর্মচারী, ভৃত্য এবং ঝিয়েরাও নতুন জামাকাপড় পেতেন। এর পরে আসত পার্বণীর পালা।...দ্বারকানাথ অত্যন্ত দরাজ ছিলেন এবং প্রচুর খরচ করতেন। এ সময়েই মোয়া, ক্ষীর প্রভৃতি মিশিয়ে একটি বৃহদাকার মেঠাই পুজোর সময় তৈরি করা হত এবং ফুটবলসদৃশ এই বিশাল মেঠাইয়ের স্মৃতি অনেকের মন থেকেই মিলিয়ে যায়নি।” রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, “দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতুম, তাদের ধূপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম, এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস।”

বিজয়ার দিন প্রতিমার নিরঞ্জনের মিছিলে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যোগ দিতেন। মহর্ষি-কন্যা সৌদামিনী দেবী (সৌদামিনী দেবী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।) জানিয়েছেন, ‘‘আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নতুন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে চলিত আমরা মেয়েরা সেইদিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতলার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম।’’ এর জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই চন্দ্রমোহন একবার মহর্ষিকে অভিযোগ করে বলেন, ‘‘দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাদে বেড়ায়। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?’’ দেবেন্দ্র কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের কিছু বলা ঠিক বলে মনে করেননি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ‘‘বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোটবড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি’’ খুব প্রিয় ছিল। এ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘বিজয়ার দিন প্রত্যুষে আমাদের গৃহনায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিজয়ার গান করতে আসতেন।’’ অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘এরপরে বিজয়া। সেইটে ছিল আমাদের খুব আনন্দের দিন। সেদিনও কিছু কিছু পার্বণী মিলত। আমাদের বুড়োবুড়ো কর্মচারী যাঁরা ছিলেন যোগেশদাদা প্রভৃতিকে আমরা পেন্নাম করে কোলাকুলি করতুম ।বুড়ো বুড়ো চাকরাও সব এসে আমাদের টিপটিপ করে পেন্নাম করত। তখন কিন্তু ভারি লজ্জা হত। খুশিও যে হতুম না তা নয়। কর্তামশায়কে কর্তাদিদিমাকে এ বাড়ির ও বাড়ির সকলেই প্রণাম করতে যেতুম। বরাবরই আমরা বড়ো হয়েও কর্তামশায়কে প্রতিবছর প্রণাম করতে যেতুম। তিনি জড়িয়ে ধরে বলতেন, ‘আজ বুঝি বিজয়া’।’’ পরবর্তীকালে নিজেদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ‘বিজয়া সম্মিলনী’ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘বসত মস্ত জলসা। খাওয়া দাওয়া, আতর পান, গোলাপজলের ছড়াছড়ি। ঝাড়বাতি জ্বলছে। কিন্তু ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন।’’

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মা দুর্গাকে খাঁটি সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হতো এবং সালংকার সেই প্রতিমাকেই বিসর্জন দেওয়া হতো। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় পাচ্ছি, "…..ভাসানের সময়েও সে গহনা খুলিয়া লওয়া হইত নাÑসম্ভবত ভাসানের নৌকার দাঁড়ি মাঝি বা অন্য কর্মচারীরা তাহা খুলিয়া লইত, কিন্তু প্রতিমার গা-সাজানো গহনা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়িতে উঠিত না।" তত্ত্বাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হবার দশ বছর পরেও ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো আর জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের মতে, "দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু -মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না; করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধহয় নিজের ছোটোকাকার এই ধারণাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের ভার নিয়েছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ বসা নিয়ে একটি আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯১১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাংলার ১৩১৮ সালের ২৯শে ভাদ্র একটি চিঠিতে লিখেছেন, "যদি আদি সমাজে ব্রাহ্মণপূজাই চালাতে চান তবে তেত্রিশ কোটি কি অপরাধ করল? Nক আমার নাম করে বলো পুতুলপুজা তেমন দোষের নয় কারণ তাকে ঝুসনড়ষ বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে পুজ্য বলে গণ্য করা ঈশ্বরের নিকট যথার্থ পাপ কারণ তাতে অন্যান্য মানবকে অপমান করা হয়, এই পাপ আমি আদি সমাজে কিছুতেই রাখতে দেব না।" বলা বাহুল্য, চিঠিখানি এই কারণে বিশেষ মূল্যবান, কারণ এর মধ্যে দিয়ে সমাজবিপ্লবী রবীন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর বাণী আমাদের সচেতন করে তোলে।

অবর্ণনীয় দুঃখ আর অনির্বচনীয় আনন্দের ঠিক মাঝখানটিতে বাঙালি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকে। জাতিগতভাবে এখানেই তার অনন্যতা, এখানেই তার অমরত্ব। এই কোজাগরী পূর্ণতার মধ্যেই সে তার মৃন্ময়ী জননীর মুখ দেখতে পায়। ক্ষুদ্রতায় ঘেরা তার গৃহকোণ তখন জীবনলীলার মহাঙ্গন হয়ে ওঠে। জগজ্জননী বসুন্ধরা হয়ে ওঠেন বিশ্বরূপা, ভয়ঙ্করী আদ্যশক্তি রূপান্তরিত হন শুভঙ্করীতে। এই জীবন প্রতিমতা থেকে জন্ম নেয় তার প্রতিমা। মাতৃপূজা হয়ে ওঠে মুক্তির পূজা, মানুষের পূজা। গার্হস্থ্য গরিমায় দেখা দেন মানবীমূর্তিতে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে দুর্গাপূজা খুবই স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কবিতায়, ছড়ায়, গল্পে, উপন্যাসে সর্বত্রই দূর্গা উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখ করেছি, কবিতার মতোই বেশ কিছু ছোটো গল্পের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গকে স্থান দিয়েছেন। "দেনা পাওনা" গল্পের রামসুন্দর মিত্রকে আজও বহু মেয়ের বাবার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের দুর্ভাগা কন্যারা তাদের শ্বশুরবাড়িতে এক নিদারুণ মানসিক এবং কখনও বা শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের অপরাধ কেন তাদের বাবারা পর্যাপ্ত পরিমাণে যৌতুক দিতে অপারগ। রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমাকেও তার শ্বশুরবাড়িতে ঐ অপরাধের জন্য এক অমানুষিক নির্যাতনের বলি হতে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে তার আদরের মেয়ে নিরুপমা কেমন আছে তা দেখতে গিয়ে রামসুন্দর মিত্রকে বারবার নিদারুণ অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশেষে, রামসুন্দর "মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।" কিন্তু বাবার মন তো! দেখতে দেখতে পুজোর সময় এসে গেলে। রামসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না। "আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি' খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন'।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই। রামসুন্দর তা জানিতেন এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহণপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, একথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ তার বেশ কিছু প্রবন্ধে দুর্গাপ্রসঙ্গ নানাভাবে আলোচনা করেছেন। বিষয়ের তাৎপর্য অনুযায়ী তার আলোচনার গভীরতাও বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। "লোকসাহিত্য"-র অন্তর্ভুক্ত "ছেলেভুলানো ছড়া" : প্রবন্ধটি একটি বহু প্রচলিত ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তরবেদনা আছে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংরবার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যে বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।"

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি, সংসার কাঁদায়ে ॥
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে ॥
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম আবিষ্কার হঠাৎ করে হয়নি, এই আবির্ভাবের পিছনে কয়েক হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা, দর্শন ও সংস্কৃতির বিবর্তন রয়েছে। এমনকি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টিশীল আদান-প্রদানের ইতিহাসের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ ছিল বেশ গভীর। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সমসাময়িকতায় আচ্ছন্ন অনেক ভারতীয় ইসলামের এই প্রভাবকে মেনে না নিলেও, হিন্দু ধর্মের বিবর্তনকে নিরপেক্ষভাবে দেখলে মহান ধর্ম ইসলামের সৃষ্টিশীল প্রভাবকে অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকে না। তাই তিনি বারবার বলতেন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ব্যাপারে সম্রাট আকবরের উদার প্রয়াস রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্রমের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভারতের ইতিহাসকে জানা। আর এইজন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল সেই সব পণ্ডিতদের যাঁরা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে গোঁড়ামিতে আবদ্ধ নন। তাই বাঙালির চিরন্তন উৎসব দুর্গোৎসবকে অতীব গুরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যাহোক রবীন্দ্রনাথের দুর্গাপূজা ভাবনায় লেখা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বহু চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দুর্গা এবং দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নানান বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিপত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলিতে ধর্মের ব্যাপারে তার বক্তব্য পরিস্ফুটিত হয়েছে। ১৯৩৪ সালের ২৫ এপ্রিল শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন : "….আমি যে জন্মব্রাত্য, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীভ্রষ্ট, এমনকি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি। এইজন্যেই দেশের লোকের কাছ থেকে আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাইনি। কিন্তু বাঁধনের শর্তে প্রীতি যদি না পেয়ে থাকি তবে তা নিয়ে খেদ করব না।….."

১৯৩১ সালের ২৬ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন : "…. আমি যে গৃহে জন্মেছি সেখানকার ধর্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু আমি এ নিয়ে টানা হেঁচড়া না করে বেশ সহজভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম। সেই পথ ধরেই আজ আমি নিজের উপযোগী গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি। এটাকে অপরাধ বলে মাথা খুঁড়ে মরি নি।….." এর পরের দিনই অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই হেমন্তবালাদেবীকে আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "….. কিন্তু একটি কথা মনে রেখ, চতুষ্পদে আমার চলা; সম্প্রদায়ের দুর্গে রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আমি বাঁচি নে। এই জন্যে যদিও আমিও নিজের মত গোপন করি নে, তবু কাউকে ডাকাডাকি করে কোনদিন বলিনে আমার মত গ্রহণ করো। তুমি নিজের পথে নিজের মতে চললে তোমার প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে এমন শঙ্কা কোনোদিন কোরো না।….." এই হেমন্তবালা দেবীকেই ১৯৩২ সালের ৮ নভেম্বর তারিখের আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "….. তোমার মা আমাকে ভুল বুঝেছেন। অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করিনে।….. কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমি নিজেই যূথভ্রষ্ট, আমি ধর্মসমাজের তক্মাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেই নই, রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।….." আবার, এই হেমন্তবালাদেবীর কন্যা বাসন্তী দেবীকে ১৯৩৩ সালের ৫ নভেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে প্রায় একই মতামত জানিয়ে লিখেছেন : "শুনে আশ্চর্য হবে তোমার সঙ্গে আমাদের ধর্মের অমিল নেই। আমি দীক্ষা নিই নি, নেবও না, আমার ভগবান কোনো সম্প্রদায়ের ছাঁচে ঢালা ভগবান নন।….." (সংগৃহীত)

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

আশুতোষ চৌধুরী

"বালিশ ও তার খোলটা" – দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর; থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবনাশী। অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হইবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী, মানুষের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত। তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর অবস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকলস্থানেই থাকিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলেন। একজন ব্রাহ্মণ যখন পূজা করেন তাঁর নাম পূজারী, যখন রাঁধেন তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা; নামরুপ এ সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। তিনি যে ব্যাক্তি তাও বলবার জো থাকেনা।

ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে জগৎকে স্বপ্নবৎ বলেনা। ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু এসব ঈশ্বর করেছেন, তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে, হৃদয় মধ্যে, আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব – জীবজগত হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালোবাসে না। ভক্তের ভাব কিরুপ জানো? হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান। আবার তুমি আমার পিতা বা মাতা। তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। ভক্তের এমন কথা বলতে ইচ্ছা করেনা যে আমি ব্রহ্ম।
যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে। উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুঁড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে, স্থির আসনে, অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।
একই বস্তু, নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।

DURGA PUJA

Durga Pooja is a Hindu festival celebration of the Mother Goddess and the victory of the warrior Goddess Durga over the demon Mahisasura. The festival represents female power as 'Shakti' in the Universe. It is a festival of Good over Evil. Durga Pooja is one of the greatest festivals of India. In addition to being a festival for the Hindus, it is also time for a reunion of family and friends, and a ceremony of cultural values and customs.

The significance of Durga Pooja

While the ceremonies bring observance of fast and devotion for ten days, the last four days of the festival namely Saptami, Ashtami, Navami, and Vijaya-Dashami are celebrated with much sparkle and magnificence in India, especially in Bengal and overseas.

The Durga Pooja celebrations differ based on the place, customs, and beliefs. Things differ to the extent that somewhere the festival is on for five days, somewhere it is for seven and somewhere it is for complete ten days. Joviality begins with 'Shashti' — sixth day and ends on the 'VijayaDashmi' — the tenth day.

Background of Durga Pooja

Goddess Durga was the daughter of Himalaya and Menka. She later became Sati to get married to Lord Shiva. It is believed that the festival of Durga pooja started since the time Lord Rama worshipped the goddess to get a grant of powers from her to kill Ravana.

Some communities, especially in Bengal the festival is celebrated by decorating a 'pandal' in the close regions. Some people even worship the goddess at home by making all the arrangements. On the last day, they also go for immersing the statue of the goddess into the holy river the Ganges. We celebrate Durga Pooja to honor the victory of good over evil or light over darkness. Some believe another story behind this festival is that on this day the goddess Durga defeated the demon Mahisasura. She was called upon by the all three Lords — Shiva, Brahma, and Vishnu to eradicate the demon and save the world from his cruelty. The battle went on for ten days and finally, on the tenth day, Goddess Durga eliminated the demon. We celebrate the tenth day as Dussehra or Vijayadashami.

Rituals Performed During Durga Pooja

The festivities begin from the time of Mahalaya, where the devotees request Goddess Durga to come to the earth. On this day, they make the eyes on the statue of the Goddess during an auspicious ceremony named Chokkhu Daan. After establishing the idol of Goddess Durga in place, they perform rituals to raise her blessed presence into the idols on Saptami.

These rituals are called 'Pran Pratisthan'. It consists of a small banana plant known a Kola Bou (banana bride), which is taken for a bath in a nearby river or lake, outfitted in a sari, and is used as a way for carrying the Goddess's holy energy. During the festival, the devotees offer prayers to the Goddess and worshiped her in several different forms. After the evening aarti ritual is done on the eighth day it is a tradition for the religious folk dance which is performed in front of the Goddess in order to gratify her. This dance is performed on the musical beats of drums while holding a clay pot filled with burning coconut covering and camphor.

On the ninth day, the worship is completed with a Maha Aarti. It is symbolic of the ending of the major rituals and prayers. On the last day of the festival, Goddess Durga goes back to her husband's dwelling and the goddess Durga's statutes are taken for immersion in the river. The married women offer red vermillion powder to the Goddess and mark themselves with this powder.

Conclusion

All people celebrate and enjoy this festival irrespective of their castes and financial status. Durga Pooja is an enormously communal and theatrical celebration. Dance and cultural performances are an essential part of it. Delicious traditional food is also an enormous part of the festival. The street of Kolkata flourishes with food stalls and shops, where several locals and foreigners enjoy mouth- watering foodstuff including sweets. To celebrate Durga Pooja, all workplaces, educational institutions, and business places remain closed in West Bengal. Besides Kolkata, Durga Pooja is also celebrated in other places like Patna, Guwahati, Mumbai, Jamshedpur, Bhubaneswar, and so on. Many non-residential Bengali cultural establishments organize Durga Pooja in several places in the UK, USA, Australia, France, and other countries. Thus, the festival teaches us that good always wins over the evil and so we should always follow the right path.

THE ZS GROUP
FOR YOUR REAL ESTATE NEEDS
মিশিগান রাজ্যের যেকোন শহরে ঘর বাড়ি
ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আজই
যোগাযোগ করুন
248.730.3469
Md Zahed Uddin
Salma Mumu
kw KELLERWILLIAMS.
REALTY PREMIER
Keller Williams
8031 Ortonville rd, Clarkston, MI 48348

Noya Bazaar
We Accept EBT
NOYA BAZAAR
HALAL
MEAT
FISH
GROCERY
PRODUCE
2763 East 14 mile Road
Sterling Heights, MI 48310
Phone: 586-544-6692

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

1	Acharjee, Arun &Shikha	586-920-2912
2	Acharjee, Chinmoy &Baby	313-355-6394
3	Baidya, Anil &Sabitha	313-737-7232
4	Baidya, Sunil	313-603- 1980
5	Bandyopadhyay, Karuna &Mandira	734-429-1461
6	Bandyopadhyay, Ksany&Debalina	734-844-0417
7	Banerjee, Amitabha &Jharna	810-629-6838
8	Banerji, Lalgopal	248- 622-4654
9	Banik, Palash & Swarna	313-349-8821
10	Basu, Satyen &Indira	248-524-0058
11	Bhattacharya, Debashis K &Veene	586-731-7268
12	Bhattacharya, Nilotpal &Babli	734-926-1639
13	Bhattacharya, Sudip &Rupa	248-946-4825
14	Bhattacherjee, Manish & Madhury	313-455-1372
15	Bhowmik, Mohitush &Shibani Rani	313-891-9258
16	Biswas, Arpan	608-628-9331
17	Biswas, Haridas &Rita	419-536-4405
18	Biswas, Promode Lal &Jusna Rani	313-324-6049
19	Biswas, Shantilal &Fulmati	586-826-8586
20	Biswas, Sujan & kaberi Chanda	313-603-8770
21	Biswas Shoumitro & Tanusree	763-291-7194
22	Chakroborty, Ashis	313-327-9731
23	Chakraborty, Meena	248-475-4593
24	Chakraborty, Purnendu &Chandana	586-757-9220
25	Chakroborty, Kollol	347-608-9426
26	Chakraborty, Nihar	313-603-8343
27	Chakraborty, Parindra &Dipali	313-365-5521
28	Chakraborty, Shubash &Alpana	586-731-2688
29	Chakraborty, Durga Sankar & Doli	313-974-6681
30	Chakraborty, Haridas & Sadhana	586-576-7780
31	Chakraborty, Sanjay & Mitra	313-826-7332
32	Chanda, Bishweshwar &Shil, Shelly	313-305-7982

33	Chanda, Shital	347-208-9747
34	Chanda, Prodyunna &Choudhury, Priti	313-208-5422
35	Chatri, Ashu	313-231-3086
36	Chatri, Tempo &Sumitra	313-871-0305
37	Chatterjee, Jaideep &Nandita	586-991-0907
38	Chatterjee, Madhu &Tapati	248-879-0552
39	Chatterjee, Ramu &Anuradha	248-526-9575
40	Chaudhery, Virinder &Sumita	248-444-1063
41	Chawdhury, Apu &Gopa Paul	313-334-0394
42	Choudhury, Abinash &Shipra	313-778-5095
43	Chowdhury, Ava Rani	313-455-6731
44	Choudhury, Asit Baran	313-327-6819
45	Choudhury, Aloke &Suparna	586-558-7370
46	Chowdhury, Apurba &Smrity Kar	347-285-2244
47	Choudhury, Arabinda&Champa	313-656-7764
48	Choudhury, Ashutosh & Chaya	313-346-7181
49	Choudhury, Biplob &Rita	313-737-1061
50	Chowdhury, Goutam K. & Ruma Das	313-312-3664
51	Chowdhury, Jeshu	313- 455-6789
52	Chowdhury, Judhistir	313-646-5486
53	Choudhury, Mrinal &Dipa	313-828-7275
54	Chowdhury, Saurav & Sushmita	586-359-0260
55	Choudhury, Samarendra & Shuva	248-246-8089
56	Chowdhury, Gautam &Keya	313-455-1912
57	Chowdhury, Himangshu &Jharana Das	313-355-6955
58	Chowdhury, Himangshu &Subhana	313-748-2724
59	Chowdhury, Mrinal & Santa	313-349-8703
60	Chowdhury, Prabir	313-707-3440
61	Chowdhury, Prodip Kumar	313-455-1557
62	Chowdhury, Jeshu & Shali Talukdar	313-455-6789
63	Chowdhury, Seema	313-564-9890
64	Chowdhury, Gouranga & Shrabani	313-603-1663

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

65	Chowdhury, Samajit Kar & Tuli Banik	248-843-5113
66	Chowdhury, Showmitra & Shotorupa	313-896-6469
67	Chowdhury, Dulal & Lucky Gupta	313-492-7816
68	Chowdhury, Rathish Roy	313-344-5023
69	Dey Hira Lal	313-564-7471
70	Das, Ajit K &Kundu,Kalpana	586-248-3799
71	Das, Ananda &Snigdha	313-307-5780
72	Das, Anil &Reba	313-368-0525
73	Das, Ashok & Dipika	586-344-9219
74	Das, Bijith Lal	347-701-3290
75	Das, Bimalendu & Mili	313-782-2173
76	Das, Chitta Ranjan &Hena	248-251-2569
77	Das, Debabrata	248-251-2190
78	Das, Debashish &Shuma	586-806-8953
79	Das, Dwijit Kumar & Ratna Rani	240-330-0127
80	Das, Dwishit Kumar & Swati	240-418-2151
81	Das, Gitangshu & Laxmi	313-603-8405
82	Das, Gupal & Sopna	313-564-9436
83	Das, Himadri &Sorker Seema	734-844-0853
84	Das, Jantu &Rupanjali Choudhury	586-838-1448
85	Das, Jagadish	313-603-6330
86	Das, Kalyan &Monjuri	419-634-2074
87	Das, Karna &Rupashree	313-312-7369
88	Das, Khokan &Joyanti	248-247-8546
89	Das, Milan &Manju	313-366-1997
90	Das, Moloy &Doly	313-406-8959
91	Das, Mukunda &Anita	313-334-3400
92	Das, Nibas &Shikha	313-658-5832
93	Das, Nishikanta	586-553-964
94	Das Nitai & Archona	313-603-6439
95	Das Nishikanta & Protiva	313-656-7117
96	Das, Prasanta C. &Bonney	586-920-2094

97	Das, Promud &Sopna Rani	586-264-4989
98	Das, Poresh & Sulekha	313-327-4805
99	Das, Rasendra &Sunuka	313-327-6290
100	Das, Rathindra &Shefuu	313-334-3735
101	Das Ratish & Tapti	313-778-2771
102	Das, Ranadhir & Chanchala	313-455-4143
103	Das, Rajon	313-349-9529
104	Das, Rusit	313-917-3176
105	Das, Sukumar & Shipra	313-349-9253
106	Das, Samaresh &Maya	313-826-7712
107	Das, Shytendra Kumar &Kakali	248-277-2124
108	Das, Subas &Mitra Rani	313-369-2227
109	Das, Susanta &Chandana	810-449-5832
110	Das, Susendra &Subarna	586-879-1818
111	Das, Sunil, Dr. &Shibani	248-475-9476
112	Dash, Ranadhir & Chanchala	313-455-443
113	Dash, Shambu & Lovely	586-413-3306
114	Das, Samiron & Lovely	313-349-9958
115	Das, Soma	586-272-5390
116	Das, Uttam Kumar	313-327-6862
117	Das, Bimolendu & Mili	313-782-2173
118	Das, Rusit	313-603-1215
119	Das, Sushil & Jona	586-872-9938
120	Das, Hrishikesh & Nita	586-883-8798
121	Das, Pinak & Jhumki	313-603-8602
122	Das, Rasendra & Sonuka	313-327-6290
123	Das, Krishnendu	313-646-1793
124	Dastidar, Ajit &Chanchala	313-914-9347
125	Datta, Ajoy & Kobori	313-455-4898
126	Datta, Bijoy & Munni	313-788-0198
127	Datta, Bijoy Krishna &Jharana	313-368-2102
128	Datta, Debashis & Konika	586-436-0668

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

129	Datta, Jonna	313-652-6395
130	Datta, Munni	313-564-7210
131	Datta, Dhanu & Rimi	586-455-7006
132	Datta, Nitya & Dey Diba	313-365-8147
133	Datta, Rajib & Joya	586-698-1575
134	Datta, Subhash &Nabanita	734-995-0278
135	Datta, Subrata &Rupashree Adhikari	586-983-6380
136	Datta, Sujit &Pompee	248-566-3260
137	Datta, Ujjol	313-775-6761
138	Datta, Ujjwal & Jhumi	313-775-6761
139	Datta, Babul	313-327-7291
140	Dey, Dhrubajuty	917-379-9049
141	Dey, Tapan	313-346-7329
142	De, Kalyan &Kajari	248-528-3391
143	Deb, Amal Krishna &Shipra	313-826-0707
144	Deb, Arabinda	313-603-6357
145	Deb, Itee	313-759-7006
146	Deb, Bidyut and Shilpi	313-626-9860
147	Deb, Champa &Chandra	313-828-6709
148	Deb, Jayanta L &SabitaTarat	586-731-5540
149	Deb, Kali Shankar &Roy Parvin R	313-891-4182
150	Deb, Mrinal & Manjusree	254-410-2381
151	Deb, Partha S &Doly	586-486-4499
152	Deb, Sankar R &Sita	586-552-1192
153	Deb, Satya R &Geeta	586-323-0039
154	Deb, Shaylendra & Baby	313-960-3158
155	Deb, Shayttendra &Susanti	313-826-0823
156	Deb, Shekhar &Boishali	248-833-0090
157	Deb, Sudhangsu &Madhabi Mitra	313-355-8399
158	Deb, Sushil &Ripa	313-891-0909
159	Deb, Probir	313-327-9790
160	Deb, Debabrata	313-624-5999

161	Deb, Pangkaj	313-455-6267
162	Deb, Borun & Nibedita	586-619-9743
163	Deb, Sudip & Jhuma	347-901-8487
164	Deb, Narayan & Kishory	313-241-3602
165	Debnath, Poresh	347-553-2230
166	Debnath, Biplob	347-248-7550
167	Debnath, Anukul & Pritha	313-394-9452
168	Debnath, Debotosh &Sathi	248-373-2501
169	Debnath, Chanchal & Ratna	313-455-9239
170	Devanath, Nripendra M.D	989-317-0511
171	Dey, Borun K &Nibedita Kar	586-619-9743
172	Dey, Debabrata	316-624-5999
173	Dey, Dwigandra	313-707-1572
174	Dey Gouranga &Shipra	313-603-2920
175	Dey, Kakan	313-523-0865
176	Dey, Hira Lal & Juthi	313-564-7471
177	Dey, Prodip Lal & Champa	313-349-9506
178	Dey, Tapash &Sumi	313-316-3254
179	Dey, Sharmistha	847-532-5827
180	Dey, Rabindra & Ratna	313-485-4261
181	Dey, Pingku	313-327-9790
182	Dey, Madan & Sikha	313-871-2375
183	Dev, Haran	313-334-1372
184	Dhar, Ashamanja &Dey, Ratna	586-482-8259
185	Dhar, Ashim &Rumi	586-782-4580
186	Dhar, Ashis & Purnima	313-327-9671
187	Dhar, Bijit (Moni)&Munna	313-478-0077
188	Dhar, Bimal &Nilima	313-368-0451
189	Dhar, Bipul &Aparna	586-693-3487
190	Dhar, Debashis &Purabi	734-397-1257
191	Dhar, Dulal	586-806-7285
192	Dhar, Nahar & Maree	313-455-0781

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

193	Dhar, Protap & Thresita	313-603-0890
194	Dhar, Subrata &Rubee	313-871-4971
195	Dhar, Rinku & Metun Day	313-312-3123
196	Dhar, Rakhal & Aungur	313-330-2689
197	Dhar, Rabindra	313-610-8309
198	Dostidar, Atul &Reba	313-870-8840
199	Dutta, Chitta & ila	313-530-2828
200	Dutta, Jayanta	313-586-4645
201	Dutta, Utpal &Chinmayee	248-312-0043
202	Dutta, Uttam &Suvra	586-983-6023
203	Ganguly, Dilip &Manisha	313-369-1079
204	Ghosh, Avinash &Anupa	313-427- 4032
205	Gope, Jitendra &Arpona Ghosh	313-365-8257
206	Gope Abinash & Anupa	313-427-4032
207	Goshwami, Subrat&AdwayanBidisha	248-345-7111
208	Ghosh, Avijit	586-438-7498
209	Ghosh, Mridul	313-641-3042
210	Ghosh, Somer & Nandita	313-327-8109
211	Ghosh, Ranjit & Jyothsna	313-327-4734
212	Gupta, Narayan &Roy, Lovely	313-455-6658
213	Gun, Depok	313-985-2966
214	Guha, Goutam & Anuradha	586-567-4440
215	Howlader, Ratan Kumar &Happy	248-478-3735
216	Haldar Shyamya & Swati	248-879-3094
217	Kapali, Hiralal &Provita	313-707-9864
218	Kar Chowdhury, Samarendra &Suva	248-246-8089
219	Kaushik, Krishanu &Priyanka	734-981-2816
220	Khastogir, B Bibhuti	586-344-6443
221	Kundu, Samrat	973-970-5961
222	Laskar, Prodip & Sarbani	313-871-2903
223	Majumdar, Adhip &Sara	248-544-0874
224	Mallick, Pankaj &Sunanda	734-455-8699

225	Mazumder, Asish &Sheeti	248-368-9310
226	Mitra, Amitabha, Mowsumi	734-316-2694
227	Modon, Vinita	248-918-1073
228	Mridha, Debasish &Chinu	989-790-0598
229	Mukherjee, Ranajit &Soma	734-669-0171
230	Mullick Madhuchhanda	734-429-3389
231	Mullick, Joydeep &Kim	734-975-4648
232	Mondol, Thakur & Utpala	586-573-2658
233	Nag, Anjali	313-221-9211
234	Nag, Minakshi	248-679-8784
235	Nandy, Debashis &Basabi	586-412-7927
236	Nath, Arobinda Kumar & Jharna	313-879-3808
237	Nath, Asit & Shimi Devi	313-871-1084
238	Nath, Biswajit &Pushpa	586-698-1662
239	Nath, Kamanashis &Minakshi	586-920-2695
240	Nath, Karuna K	313-758-0290
241	Nath, Ranu C	347-832-6385
242	Nayak, Ashish &Ganguli, Shilpi	734-315-4251
243	Pal, Provath &Suvra	313-366-4180
244	Paul, Amar Chandra & Usha Rani	313-327-8331
245	Paul, Anil Chandra & Chandi Rani	313-455-1852
246	Paul, Arun &Sabita	313-208-4806
247	Paul, Babul Chandra &Bina	313-891-0446
248	Paul Bidhan & Beauti	917-603-6172
249	Paul, Bakul & Dipali	313-327-6202
250	Paul, Benu Chandra & Shampa	313-305-4457
251	Paul, Bidhubhuson &Smriti	313-707-1743
252	Paul, Bishwajit & Shelly	586-480-7230
253	Paul, Bishwajit	313-555-8218
254	Paul, Gouri Rani	313-455-0930
255	Paul, Kanan Chandra & Riktha Rani	313-603-8845
256	Paul, Pronoy & Runa Rani	313-455-4437

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

257	Paul, Shamol Chandra & Protiva Rani	313-603-1050
258	Paul, Chawdhury, Jayanta	313-334-0394
259	Paul, Dinesh C &Shipra	313-891-1004
260	Paul, Kamalendu &Shilpi	313-871-0028
261	Paul, Kulendu &Sangita	313-707-1743
262	Paul, Nirmal Chandra	313-366-2662
263	Paul, Rajib	313-384-4380
264	Paul, Raseshwar & Shaki Dhar	313-775-6586
265	Paul, Sanjib & Mousumi	646-541-8356
266	Paul, Sudhir &Manjushree	519-966-5761
267	Paul, Sujit &Choity	313-208-9290
268	Paul, Babul C	313-874-3668
269	Paul, Santush & Dulu	313-603-1899
270	Purkayasta, Ashoke &Hashi	313-355-8567
271	Purkayastha, Bishnu & Mita	313-707-5452
272	Purkayestha, Bishwijit &Shilpi Dutta	313-365-1278
273	Purkayastha, Dharmadash & Champa	586-404-3803
274	Routh, Bhupal C &Manju	209-722-7382
275	Rohatgi, Umesh&Rashmi	248-471-5786
276	Reba Adhikari	586-983-6380
277	Roy, Hiramohan &Bardhan, Amita	313-891-9258
278	Roy, Mridul &Tanusree	313-808-3909
279	Roy, Bidhan	929-282-7986
280	Roy, RakhiRanjan &Nilima Rani	313-871-1094
281	Roy, Samarendra &Shimul	313-208-4755
282	Roy, C Biplab	313-455-1476
283	Roy, Manobesh	347-720-7300
284	Roy, S Sidharta	313-585-0271
285	Roy, Nirmalendu	313-502-2204
286	Roy, Debu & Moni	313-455-1288
287	Roy, Dilip K & Shilpi	313-874-4953
288	Roy, Dipok & Seema	313-871-0815

289	Roy, Mithun	313-603-7852
290	Roy, Monoranjan & Gouri	313-452-3220
291	Roy, Probir & Shipra	313-871-1547
292	Roy, Sukhendu & Chumki	586-565-6564
293	Roy, Chowdhury Ratish & Sikha	313-334-5023
294	Ray, Ardhendu & Mukti	313-244-9260
295	Saha, Aloke	248-434-7481
296	Saha, Jagneswar Dr.	248-855-6920
297	Saha, Nripen & Jharna	734-913-4544
298	Santra, Monoranjan &Sutapa	248-879-3274
299	Sarkar, Ashish &Norma	734-332-0593
300	Sarkar, Kalyan &Juthika	519-253-2656
301	Sarker, Mridul &Munni	347-472-2064
302	Sarkar, Ranjit	586-354-4728
303	Sarkar, Shyamal &Mitha	248-375-5047
304	Sarkar, Susanta &Sipra	313-874-1880
305	Sarkar, Swadesh &Sandha Rani	313-313-3792
306	Sen, Avijit &Mousumi	313-872-0715
307	Sen Bishowjit	313-327-5866
308	Sen Haran Kanti & Pompa	586-354-0537
309	Sen Soumitra & Rumki	313-427-2474
310	Sengupta, Subrata &Mala	248-646-1354
311	Sharma, Morarjee &Rojoshree	313-695-6424
312	Singh, Jobanjith & Sharmila	313-258-7477
313	Sikder, Tapon &Shikha Kundu	586-698-2860
314	Shil, Sanjay &Popy Sen	586-413-9630
315	Shil, Sujit &Suma Chakraborty	586-806-6722
316	Sinha, Sudhansu &Sikha	248-904-0264
317	Sircar, Biswajit &Suma Deb	804-928-2235
318	Sutradhar, Binoy &Archana	313-891-0235
319	Sutradhar, Bijan & Taposi Ma-	313-564-9992
320	Sutradhar, Sajol & Shikha Dhar	313-603-6342

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

321	Sutradhar, Ujjwal & Urmila	313-775-4282
322	Sutradhar, Shyamol & Poli	313-788-4503
323	Sutradhar, Subodh & Gouri	313-455-8902
324	Sutradhar, Nironjon & Bani	313-207-0367
325	Sutradhar, Litton	313-377-8796
326	Sutradhar, Mahesh	313-985-7694
327	Sutradhar, Nagendra &Nisha	313-355-8250
328	Sutradhar, Nipesh	313-415-4063
329	Sutradhar, Nitish &Sathee	313-659-8612
330	Shukla Parimal and Krishna	313-327-7494
331	Talukder, Gokul	646-894-6034
332	Tarafder Chandan & Nibedita Chowdhury	313-544-3783
333	Sourav Kumar Sarker & Falguni Shome	989-971-2489

SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY

শিব মন্দির - টেম্পল অব জয়

31696 Ryan Rd,
Warren, MI-48092

সার্বজনীন দুর্গোৎসব ২০২২

Suggested Donation $81

SPONSORSHIP INFO

We appriciate any sponsorship for this event.
The following items can be sponsored :

Bhog	$100 (Anyday)
Flower	$100 (Anyday)
Fruits	$100 (Anyday)
Devi Cloth	$100 (Anyday)
Sweets	$200 (Anyday)
Prashad	$1500 Saturday, Oct 1 $2000 Sunday, Oct 2 $1000 Anyday

Contact

Ratan Howlader : 313-268-7678

Apu Chakroborty : 313-377-3121

Email : info@shivmandirmi.com

www.shivmandirmi.com

SHIV MANDIR DURGA PUJA SCHEDULE 2022

Prashadam | Everyday
1:00 PM & 8:00 PM

Maha Sasthi (Adhibash, Bodhon) — Staurday, October 1

4:00 PM Grand Celebration & Cultural Program
7:30 PM Maha Sashti Puja
8:00 PM Prashad Bitoron

Maha Saptami — Sunday, October 2

10:00 AM Puja
12:30 PM Pushpanjali
3:00 PM Grand Celebration & Cultural Program
Guest Artist
8:00 PM Arati

Maha Ashtami (Sandhi Puja) — Monday, October 3

10:00 AM Puja
12:30 PM Pushpanjali
6:35 PM Sandhi Puja
7:00 PM Arati & Cultural Program

Maha Navami — Tuesday, October 4

10:00 AM Puja
12:30 PM Pushpanjali
7:00 PM Arati & Cultural Program

Maha Dashami — Wednesday, October 5

10:00 AM Puja
12:30 PM Pushpanjali
6:00 PM Arati, Dhunchi Dance, Prashosti Bandhon, Shidur Khela, Bijoya Celebration

Puja — Thursday, October 6 – Friday, October 7

4:00 PM Puja
6:30 PM Arati with Dhaks

Puja & Navaratri Celebration — Saturday, October 8

4:00 PM Puja & Navaratri Celebration
5:00 PM Cultural Program
7:30 PM Arati with Dhaks

Lakshmi Puja Celebrations — Sunday, October 9

4:00 PM Puja Celebrations & Cultural Program
7:05 PM Lakshmi Puja
8:00 PM Pushpanjali & Arati with Dhaks
8:30 PM Prashad Bitoron

Montague Inn

Historic Bed & Breakfast Inn, Saginaw MI

1581 South Washington Ave | Saginaw, MI 48601

★ **Historic Inn** ★ **Lodging** ★ **Wedding Events**

The historic Montague Inn is the perfect site to make your special day even more memorable! Situated on eight picturesque acres next to the Saginaw River, the Inn was completed in 1929 and features a total 17 guest rooms.

The Inn is an ideal setting for intimate celebrations of a few dozen and can also accommodate large events with up to 500 guests.

Book Your Room Today!

20% off Sunday to Thursday

Stay 2 nights consecutively & get 3rd night free

★ EARLY BIRD WEDDING SPECIAL ★

Book Your 2023 wedding by

October 31st

And receive

Free Bridal Suite

Based on the size of the wedding.

www.montagueinn.com (989) 752-3939 salesmanager@montagueinn.com

MAX BROOCK REALTORS® SINCE 1895

Nayeem Amin

Real Estate Agent

Max Broock Birmingham

Amin.Nayeem@Gmail.com

+1 248 312 9728

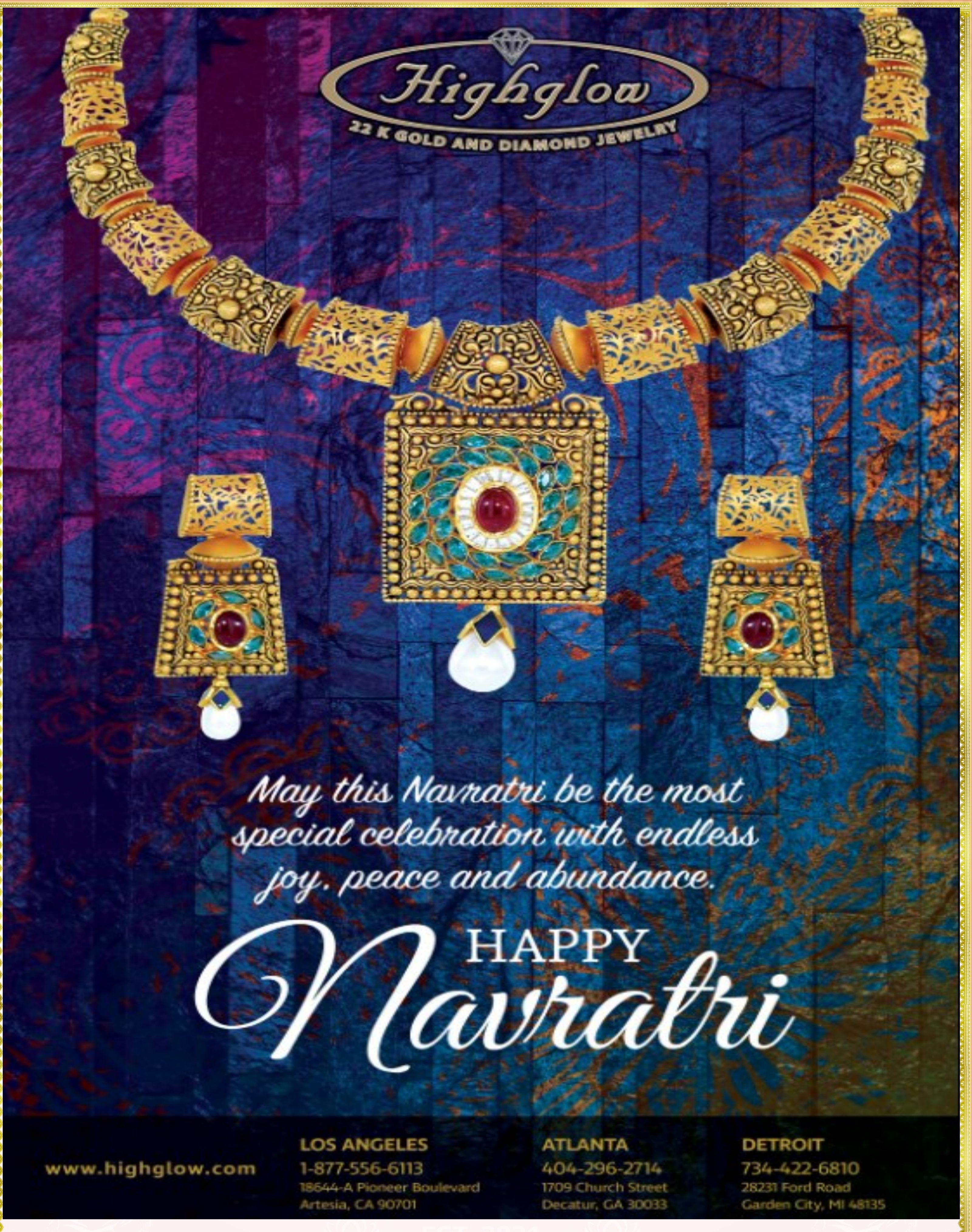
Highglow
22 K GOLD AND DIAMOND JEWELRY
May this Navratri be the most special celebration with endless joy, peace and abundance.
HAPPY
Navratri
www.highglow.com
LOS ANGELES
1-877-556-6113
18644-A Pioneer Boulevard
Artesia, CA 90701
ATLANTA
404-296-2714
1709 Church Street
Decatur, GA 30033
DETROIT
734-422-6810
28231 Ford Road
Garden City, MI 48135

MRIDHA INTERNATIONAL INSTITUTE OF PEACE & HAPPINESS
EST. 2021

Mridha International Institute of Peace & Happiness

An Organization By Mridha Foundation
Peace is our purpose

Visit WWW.MIIPH.ORG and become "Friend of Peace"

One Mission

The Mridha International Institute of Peace and Happiness is dedicated to promoting tolerance and understanding among all people and cultures to create a more peaceful, harmonious, and inclusive world.

One Vision

The mission of the Mridha International Institute of Peace & Happiness is to harness education to address the interpersonal inequities of the world, focusing on cooperation, compromise, and empathy between all peoples and cultures to identify common ground, create solutions, and achieve enduring harmony throughout the world.

The Mridha International Institute of Peace and Happiness! Founded in 2021 by Dr. Debasish Mridha, MIIPH is a nonprofit organization that offers an array of educational courses designed to empower people with tools to help solve the world's social problems and eliminate human suffering brought about by interpersonal conflict. We also partner with other like-minded organizations to provide a menu of additional resources to equip people with tools that will help heal divisions, bring the world together, and build a better tomorrow.

শিব মন্দির টেম্পল অব জয় এ অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজার সাফল্য কামনা করছি এবং সবাইকে জানাচ্ছি শারদীয় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

MRIDHA FOUNDATION
EST. 2001